CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-74 ■ 14 December, 2025 ■ আগরতলা ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

যোগদান সভা

জনজাতিদের ভোটের বাক্স বানিয়ে রেখেছিল কমিউনিস্টরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। সুদীর্ঘ শাসনে জনজাতিদের ভোটের বাক্স বানিয়ে রেখেছিল কমিউনিস্টরা। আর এখন কমিউনিস্টদের ব্যান্ড বেজে গেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের জন্য কাজ করার একটা পার্টি। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন চত্বরে ভারতীয় জনতা পার্টি আয়োজিত এক যোগদান সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এতদিন ধরে বিধানসভা নির্বাচনে কমিউনিস্টরা ২০ থেকে গণনা করতো। ওরা জানতো যে ২০টি আসন তাদের নিশ্চিত। কারণ জনজাতিদের তারা ভোটের বাক্স বানিয়ে রেখেছিল তারা। তাই ২০ থেকে গণনা শুরু করতো ওরা। কিন্তু এখন কমিউনিস্টদের ব্যান্ড বেজে গেছে। আমরা ওদের থেকে শিখেছি। এখন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যখনই হবে আমরাও ২০ থেকে গণনা শুরু করবো। আগামী বিধানসভা থেকেই সেটা শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার আশীর্বাদ রয়েছে আমাদের উপর। আমরা সবাই শান্তি চাই। বন্দুকের নল থেকে শক্তি বের হয় ওদের। এই রাজনীতি আমরা দেখেছি। এতদিন ধরে জনজাতি ভাই বোনেরা অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা অনেক দল (ছোট ছোট) দেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী যখন কোন জায়গায় সভা করতে যান তখন তাকে আটকাতে বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, হুমকি দেওয়া হয়, গালিগালাজ করা হয়। একই অবস্থা প্রদেশ সভাপতির ক্ষেত্রেও। কিন্তু এভাবে চলবে না। আমি বারবার বলছি যেখানে আক্রমণ বা যত বেশি আক্রমণ করা হবে তত বেশি শক্তিশালী হবে ভারতীয় জনতা পার্টি। কেউ রুখতে পারবে না। আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সবসময় স্মরণ করি। তিনি যেভাবে বলেন, যেভাবে মার্গ দর্শন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নাম না করে মথার বিরুদ্ধে ক্ষোভ রাজীবের

জনজাতিদের থানসা ও গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ইস্যুতে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর। বর্তমানে কিছু রাজনৈতিক দল ফ্যাসীবাদী কায়দায় জনজাতিদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করছে। এমনকি শুধুমাত্র থানসা ও গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ইস্যু নিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে তারা শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার দিকে মনোযোগ দিতে না পারে। আজ রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গনে ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি মোর্চা আয়োজিত মহাযোগদান সভায় নাম না করে তিপরা মথার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন ভট্টাচার্য জানান, বিগত দিনে ত্রিপুরায় জনজাতি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী থাকলেও তখন শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, রাজনীতিতে জনজাতিদের ব্যবহার করা হতো এবং তাদের শিক্ষার সুযোগ থেকে দূরে রাখা হতো। এদিন তিনি নাম না করে তিপরা মথার একহাত নিয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, বর্তমানে কিছু রাজনৈতিক দল ফ্যাসীবাদী কায়দায় জনজাতিদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে। এমনকি শুধুমাত্র থানসা ও গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ইস্যু নিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে তারা শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার দিকে মনোযোগ দিতে না পারে।

রাজীব ভট্টাচার্য এও বলেন, জনজাতি সমাজের যুবক-যুবতীদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া সমাজের সার্বিক উন্নয়ন অসম্ভব। তাই তাদের শিক্ষার আলোয় ফিরে আসার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া অত্যাবশ্যক। জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য বিজেপি সরকার একাধিক প্রকল্পের সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই জনজাতি ভাইবোনেরা ২৮টি আসনের মধ্যে ২৮টি আসন জয় করে টিটিএএডিসিতে সরকার গড়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন।

বিজেপি নির্লজ্জ ও বেহায়া সরকার জীতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। রাজ্যে নেশা কারবার লাগামছাড়া ভাবে বেড়ে চলেছে। নেশার রমরমা বাণিজ্য চলছে প্রশাসনের নাকের ডগায়, অথচ সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। আসলে বর্তমান শাসকদল বিজেপি একটা নির্লজ্জ ও বেহায়া সরকার। আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২১ তম রাজ্য সম্মেলনে এমনটাই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা

জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, রাজ্যে নেশার রমরমা বাণিজ্য চলছে প্রশাসনের নাকের ডগায়, অথচ সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তিনি দাবি করেন, আগে নেশা ধরা পড়ত ২—৪টি বোতল। আর এখন বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে ওয়াগন ভর্তি করে নেশার সামগ্রী ঢুকছে।

বর্তমান শাসকদল বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলে বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, রাজ্যে কর্মসংস্থান নেই, শৃঙ্খলা নেই, আইনের শাসন নেই। এই পরিস্থিতিতে পরিকল্পিতভাবেই যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য নেশা কারবারকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে যুবসমাজকে নেশার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সরকার চাইলে এই কারবার বন্ধ করা সম্ভব, কিন্তু তাদের কোনও ইচ্ছাশক্তি নেই।

সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলে জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, রাজ্যে যেসব নেশা কারবারি ধরা পড়ছে, তাদের অর্ধেকেরও বেশি শাসকদলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যারা ধরা পড়ছে, তাদের অর্ধেকের বেশি রাজীব ভট্টাচার্য, সুনীল দেওধর এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে ছবি রয়েছে। কেন এমন হচ্ছে? এই সম্পর্কের ব্যাখ্যা সরকারকে দিতে হবে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত বড় মাথাদের আড়াল করা হচ্ছে এবং শুধুমাত্র ছোটখাটো কারবারিদের গ্রেফতার দেখিয়ে দায় সারা হচ্ছে। এই পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানান বিরোধী দলনেতা। জীতেন্দ্র চৌধুরী স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অবিলম্বে রাজ্যে নেশা বিরোধী কঠোর অভিযান শুরু না হলে বিরোধী দল বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি মরিয়ম ধাওয়ালে সহ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য ও জাতীয় স্তরের একাধিক নেতৃত্ব।

রেগা প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়ায় নিন্দা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, স্বাধীন ভারতে জাতীয় কংগ্রেস সরকার ও তার নেতৃত্বাধীন সরকারের জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিসরের কৃতিত্ব এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মণীষীদের অবদান মুছে দেওয়ার লক্ষ্যে আরএসএস—বিজেপি ও মোদি---শাহ নেতৃত্বাধীন সরকারের রাজনৈতিক প্রকল্পের আরও এক নগ্ন প্রকাশ বলে অভিযোগ করল প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের মতে, 'রেগা প্রকল্প' থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই অংশ।

প্রদেশ কংগ্রেসের বক্তব্য, নতুন নামকরণের মাধ্যমে দেশবাসীর কী মঙ্গল সাধিত হবে বা এর ফলে কী ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অথচ জাতীয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে 'রেগা' প্রকল্প যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তা দেশবাসীর কাছে সুবিদিত।

কংগ্রেসের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার শুরু থেকেই নরেন্দ্র মোদি রেগা প্রকল্পকে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেন। তিনি একে 'গাড্ডা খোঁড়ার প্রকল্প' এবং মানুষকে অলস করে তোলার উদ্যোগ বলে কটাক্ষ করেছিলেন। এরপর থেকেই প্রকল্পটি দুর্বল করার ধারাবাহিক চেষ্টা চলছে। দেশজুড়ে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছর রেগা প্রকল্পে বরাদ্দ কমানো হয়েছে বলে দাবি কংগ্রেসের। তাদের আরও অভিযোগ, ডিজিটাল ব্যবস্থার নামে আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযোগ বাধ্যতামূলক করে কোটি কোটি নথিভুক্ত রেগা শ্রমিকের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যেও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এখনও তালিকার বাইরে রয়েছেন। পাশাপাশি, কয়েক হাজার কোটি টাকা বকেয়া মজুরি আটকে রেখে কার্যত প্রকল্পটি বন্ধ করার চেষ্টা চলছে বলে কংগ্রেসের অভিযোগ।

প্রদেশ কংগ্রেস জানায়, বিজেপি-বিরোধী সব দলের পক্ষ থেকে রেগা প্রকল্প শক্তিশালী করার দাবিতে বছরে ন্যূনতম ২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরির দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি নিজেও নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেযেমন আমাদের রাজ্যে বছরে ২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৩৪০ টাকা মজুরি। কিন্তু বাস্তবে সেই সব প্রতিশ্রুতি উপেক্ষিত।

চলতি সংসদ অধিবেশনে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রেগা প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ ১১ হাজার ১৭১ কোটি টাকা। ২০২১-২২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৯৮ হাজার ৪৬৮ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ সালে ৯০ হাজার ৮১০ কোটি টাকা, ২০২৩-২৪ সালে ৮৯ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা এবং ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শহরের উপকণ্ঠে নৃশংস খুন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। আমতলি থানাধীন বাবুল চৌমুহনীর পশ্চিম দুর্গাপুর এলাকায় এক নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুব্রত চৌধুরীকে তাঁর বাড়ির সামনেই খুন করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের হাতে ধরা তথ্য অনুযায়ী, ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে নিন্টু চক্রবর্তী, শঙ্কু চক্রবর্তী এবং প্রিয়তোষ চৌধুরীর। চতুর্থ অভিযুক্তের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, পূর্বের শত্রুতার জেরেই খুন করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে এবং তদন্ত শুরু করেছে।

কেরালার স্থানীয় বডি নির্বাচনে এলডিএফের বড় ধাক্কা উত্থান বিজেপি

কোচি, ১৩ ডিসেম্বর ।। আগামী বছর রাজ্যে নির্বাচন সামনে রেখে কেরালার স্থানীয় বোডি নির্বাচনে শাসক বাম গণতান্ত্রিক মোর্চা (এলডিএফ) বড় ধরনের বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) ছয়টি পৌরসভার মধ্যে চারটিতে এবং ১৪টি জেলা পঞ্চায়েতে এগিয়ে রয়েছে, যেখানে শাসক জোট এলডিএফের আছে মাত্র ছয়টি।

এদিকে, বিজেপি কেরালার রাজ্য রাজধানী থিরুভানন্তপুরমে ১০১-সদস্যের পৌর কর্পোরেশনে ৫০টি আসন জয় করে সবচেয়ে বড় এবং অপ্রত্যাশিত শিরোনাম তৈরি করেছে। এটাই বিজেপির জন্য প্রথমবার থিরুভানন্তপুরমে এত বড় ম্যান্ডেট লাভের ঘটনা। গত বছর কেরালায় প্রথমবার লোকসভার আসন জেতার পর, বিজেপির এখন রাজ্যে একমাত্র বিধায়ক রয়েছে।

থিরুভানন্তপুরম লোকসভা আসনটি কংগ্রেসের শশী থারুর চার বার (২০০৯ থেকে) জিতেছেন, যেটি ছিল এলডিএফের জন্য এক শক্তিশালী দুর্গ।

আগের ১০০-সদস্যের পৌরসভায় সিপিআই(এম)-এর ছিল ৫১টি আসন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএর ছিল ৩৫টি এবং ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ'র অভিযোগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতা রতি রঞ্জন ত্রিপুরার বিরুদ্ধে। জনজাতি এলাকার মানুষের বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই প্রতারণা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ সামনে এসেছে।

অভিযুক্ত রতি রঞ্জন ত্রিপুরার বাড়ি তৈবান্দাল শুকনাছড়া এলাকায়। জানা গেছে, এক সময় তিনি তিপরা মথার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে সুযোগ বুঝে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন। শাসক দলের একাধিক প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে ওঠাবসা থাকায় জনজাতি এলাকার মানুষ তাঁর ওপর আস্থা রাখতেন। সেই আস্থার সুযোগ নিয়েই শাসকদলের বড় বড় নেতাদের নাম ভাঙিয়ে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করেন বলে অভিযোগ।

এবার প্রকাশ্যে অভিযোগ করলেন মোহনভোগ চন্দুল এলাকার বাসিন্দা অরুণ নোয়াতিয়া। তাঁর অভিযোগ, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চতুর্থ লোক আদালত অনুষ্ঠিত নিষ্পত্তি হয় ২১৯৮০ টি মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। শনিবার অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ লোক আদালত। ৬১টি আদালত /বেঞ্চে গ্রহণ করা হয়েছিল ৩৫ হাজার ৮৭৫টি মামলা। তার মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২১ হাজার ৯৮০ টি। অর্থ আদায় হয় তিন কোটি ৭৯ লক্ষ ১৯ হাজার ২৩১ টাকা। মামলা নিষ্পত্তির শতকরা হার ৬১ দশমিক দুই ছয় শতাংশ। আদালত সূত্রে সর্বশেষ এই তথ্য জানা গেছে।

এ বছরে চতুর্থ লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। ত্রিপুরার হাইকোর্ট থেকে শুরু করে সমস্ত জেলা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পৃষ্ঠা প্রমুখরা বিজেপির মেরুদন্ড ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। মোহনপুর নির্বাচনী এলাকা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশাল পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলন, যার নেতৃত্ব দেবেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, এবং উদ্বোধন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই অনুষ্ঠানে নির্বাচনী এলাকার ৫৬টি বুথ থেকে ১, ১২০ জন পৃষ্ঠা প্রমুখরা অংশগ্রহণ করবেন, যা স্থানীয় রাজনৈতিক পরিসরে এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হবে।

গত দুই মাস ধরে মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে প্রতিটি বুথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বুথের অবস্থা পর্যালোচনা ও কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মন্ত্রী রতন লাল নাথ পৃষ্ঠা প্রমুখদের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন পৃষ্ঠা প্রমুখরা আমাদের সংগঠনের মেরুদণ্ড। তাদের অদম্য ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

১২ লাখের ইয়াবা সহ আটক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। ধর্মনগর রেল স্টেশন রোডে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে ৩৭ বছর বয়সী এক মহিলা শুক্লা দেবনাথকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত শুক্লা দেবনাথ কমলাসাগর দেবিপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও বর্তমানে আগরতলার চন্দ্রপুর এলাকায় ভাড়া থাকছিলেন। অভিযানে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। মোট ১৯৬০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ধর্মনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ মিনা দেববর্মা। পুলিশ জানিয়েছেন, ধৃত মহিলা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মেসির দেখা মিলেনি, বেনজির বিশৃঙ্খলায় কলঙ্কিত তিলোত্তমা, তছনছ যুবভারতী

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ।। সপ্তাহান্তে এক নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলায় কলঙ্কিত হল তিলোত্তমা নগরী কলকাতা। ফুটবলের রাজপুত্র লিউনেল মেসি-কে দু-চোখ ভরে দেখতে না পেয়ে যুবভারতী স্টেডিয়ামে রীতিমত তান্ডব চালালেন ক্ষুব্ধ ক্রীড়াপ্রেমিরা। ভাঙচুর এবং অগ্নি সংযোগে তছনছ হয়ে গেল স্টেডিয়াম ভেতর। শুধু তাই নয়, উন্মত্ত ক্রীড়াপ্রেমিদের সাথে পুলিশের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আহত হয়েছেন দুই পক্ষই। ওই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। তড়িঘড়ি তদন্ত কমিটি করে দোষীর শাস্তির জন্য তৎপর হয়ে তিনি রোষের আগুনে জল ঢেলে ঠান্ডা করার প্রাথমিক প্রয়াস নিয়েছেন। পুলিশ এদিনই বিমান বন্দর থেকে আয়োজক শতদ্রু দত্ত-কে হেফাজতে নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মহা নির্দেশক জানিয়েছেন, মেসি-কে দেখার জন্য যাঁরা টিকিট কেটেছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে আয়োজকদের। প্রশাসন সেই ব্যবস্থা করবে।

আজ সকালে কলকাতায় হাজার হাজার ফুটবল প্রেমী মেসির একটি ঝলক দেখার জন্য যুবভারতী স্টেডিয়ামে জমায়েত হয়েছিলেন। কিন্তু যা একটি জীবনের বিশেষ সুযোগ হওয়া উচিত ছিল, তা পরিণত হলো এক দুঃস্বপ্নে। এদিন মেসি তাঁর তিন দিনের ভারত সফরের প্রথম পর্বে কলকাতায় পৌঁছান। তিনি শহরে এসে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 14-12-2025, 00:37

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,১৪ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
২৭ অগ্রহায়ণ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তান যোগ! উত্তর পূর্বে ধরপাকড়

পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকিবার অভিযোগে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ধরপাকর অব্যাহত রহিয়াছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে পাক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। যদিও বর্তমানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে তদুপরি পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় নাই। জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে একাংশের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক অব্যাহত রইয়াছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে সন্দেহ ভাষণদের ধরপাকরের মধ্য দিয়াই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ইহা খুবই বিপদজনক প্রবণতা বলিয়া মনে হইতেছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখিতেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ রহিয়ায়েছে সন্দেহে দেশের উত্তর পূর্ব এলাকা থেকে একাধিক জন সদ্য পুলিশের জালে ধরা পড়িয়াছে। অসমের শিলচরে ও অরুণাচল প্রদেশ থেকে এদিন তিন ধৃতের মধ্যে একজন প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসারও রহিয়াছেন। ৬৪ বছর বয়সী বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কুলেন্দ্র শর্মার গতিবিধি গত কয়েকমাস ধরিয়াই নজরে রাখা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহার গতিবিধিতে সন্দেহ হইতেই তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ, ভারতের বিরুদ্ধে দাঙ্গা এবং ষড়যন্ত্র, অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করা এবংঅপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রহিয়াছে। অসমের পুলিশ জানাইয়াছে, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হইয়াছে। তিনি বেশ কিছুদিন ধরিয়া আমাদের নজরদারিতে ছিলেন। প্রাথমিকভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল এবং প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরে, শুক্রবার রাতে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় ।ভারতীয় বায়ুসেনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স বিভাগে কাজ করেন, সেখান থেকে পরে অবসর গ্রহণ করেন কুলেন্দ্র শর্মা। তদন্তকারীরা জানাইয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে এই সময়ের মধ্যে তিনি গোপনে পাকিস্তানি গুপ্তচরবৃত্তি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখিয়াছিলেন এবং স্পর্শকাতর তথ্য ভাগ করিয়া নিয়াছিলেন। তদন্তের অংশ হিসাবে তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশ শর্মার একটি ল্যাপটপ এবং একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। সোনিতপুরের ডেপুটি পুলিশ সুপার হরিচরণ ভূমিজ জানাইয়াছেন, ডিভাইসগুলির ডিজিটাল বিশ্লেষণে এমন উপাদান পাওয়া গেছে যাহা গুরুতর সন্দেহ তৈরি করিয়াছে। তিনি বলেন, 'আমরা ভারত সম্পর্কিত কিছু তথ্য পাইয়াছি যাহা সন্দেহভাজন পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে শেয়ার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে ।'এদিকে, অরুণাচল প্রদেশে কাশ্মীরের দুই বাসিন্দা গ্রেফতার

হইয়াছে পাকিস্তানের সঙ্গে সন্দেহজনক যোগাযোগ ঘিরিয়া। ২৬ বছরের হিলাল আহমেদকে অরুণাচলের পশ্চিম শিয়াং থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে পাকিস্তানের হ্যান্ডেলারদের সংবেদনশীল তথ্য পাচার করিয়াছে। এই সপ্তাহে এই নিয়ে ৩ জনকে পাক-যোগ ও তথ্য পাচার সন্দেহে অরুণাচলে গ্রেফতার করা হইয়াছে। এর আগে, এলাকায় সেনার ট্রুপের গতিবিধির তথ্য পাকিস্তানে পাচার করিবার অভিযোগ ওঠে নাজির আহমেদ মালিকের বিরুদ্ধে। ২২ বছরের নাজিরকে গ্রেফতার করা হয়। নাজিরের বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারায়। এরপর, দ্বিতীয় অভিযুক্ত, সাবির আহমেদ মীর, যে কুপওয়ারার বাসিন্দা, তাহাকে অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগর থেকে গ্রেফতার করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩০০০ কিলোমিটার দূরে এই ৩ কাশ্মীরি বাসিন্দার বসবাস সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন উঠিয়াছে ।জানা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাজির জেরার মুখে জানাইয়াছে, টেলিগ্রাম অ্যাপ পাকিস্তানি হ্যান্ডেলারদের কাছে কিছু তথ্য পাচার করিয়াছে। তাদের সঙ্গে বিরাট একটিচক্র জড়িত রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সেই কারণেই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা আরো বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। পাক সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যাহারাই যুক্ত থাকিবে তাহাদের আটক করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ভারতীয় গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনী গুলি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছে। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হইতেছে। নিঃসন্দেহে ইহা ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির অন্যতম সাফল্য।

চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের কথা

সুদীপ্ত দে

ভোটার তালিকার সংশোধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রত্যেক বছরই এতে নতুন কিছু নাম ঢোকে, মৃতদের নাম বাদ যায়। অথচ, এ বার বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন মিলে এমন এক আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে, যাতে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি ব্যাপক দুর্নীতি, ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, সীমাহীন বেকারত্ব, মহিলাদের উপর ক্রমাগত বাড়তে থাকা আক্রমণ, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া ইত্যাদি জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সব পিছনে পড়ে গিয়েছে। পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলেই প্রশ্ন উঠছে, এই সব নথিপত্র আমাদের নেই, তা হলে কি ভোটার তালিকায় নাম থাকবে না? আচ্ছা, আমাদের ছেলেমেয়েরা তো ২০০২-এর পর জন্মেছে, তা হলে কী করে তাদের নাম তুলব? এ রকম বহু অনিশ্চয়তার ফলে অসংখ্য মানুষ আতঙ্কিত। নাগরিকত্বহীন হওয়ার আতঙ্ক মানুষকে তাড়া করছে। অথচ এমন আতঙ্কের পরিবেশ তৈরির তো দরকার ছিল না। তা হলে, তা করা হলো কেন? আসলে এসআইআরের মধ্য দিয়ে। আদৌ কোনও অনুপ্রবেশকারী খুঁজে পাওয়া যাক বা না যাক, শাসক বিজেপির কাছে এই আতঙ্কটি সৃষ্টি করারই দরকার ছিল। এর আগেও ভোটার তালিকায় ইন্টেনসিভ রিভিশন হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে এতদিন তিনরকম ভাবে ভোটার তালিকা সংশোধিত হয়ে এসেছে। নিবিড় সংশোধন (ইন্টেনসিভরিভিশন), সংক্ষিপ্ত সংশোধন (সামারি রিভিশন), চলমান সংশোধন (কন্টিনিউয়াস রিভিশন)। আগে বহুবার নিবিড় সংশোধন হলেও স্পেশাল ইন্টেনসিভরিভিশন বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন এবারই প্রথম। সর্বশেষ নিবিড সংশোধন হয়েছিল ২০০২ সালে। তখন এটা নিয়ে বিশেষ হইচই হয়নি। কিন্তু এবার হচ্ছে। হইচই শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা দেশেই হচ্ছে। কারণ, সাধারণত যেভাবে ভোটার তালিকা সংশোধন এত দিন হয়ে এসেছে, এবার নির্বাচন কমিশন সেভাবে করার কথা বলছে না। অতি সম্প্রতি নয়া পদ্ধতিতে বিহারে, এসআইআর হয়ে গেছে। এবার পশ্চিমবঙ্গ সহ আরও ১২টি রাজ্যে শুরু হলো। আগের সঙ্গে এবারের পার্থক্য কী আগের পদ্ধতিতে ইন্টেনসিভ রিভিশন শুরু হয় সর্বশেষ ভোটার তালিকা নিয়ে। ২০০২-এও ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছিল ২০০১ সালে শেষ প্রকাশিত ভোটার তালিকা নিয়ে। বিএলও-রা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিছু প্রশ্ন করতেন। যাঁদের নাম আছে, দেখা হয় তাঁরা বেঁচে আছেন কি না এবং সত্যি সত্যিই উল্লিখিত ঠিকানায় আছেন কি না। থাকলে নতুন ভোটার তালিকাতে তাঁদের নাম এমনিতেই উঠে যেত। কোনও রকম ফর্ম ফিলাপ করা বা ডকুমেন্ট দিতে হয় না। এই পদ্ধতিটা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ছিল। কারণ যাঁর নাম একবার ভোটার তালিকায় উঠেছে, যথাযথ প্রমাণপত্র যাচাই করার পরই তা উঠেছে। ভোটার তালিকায় উল্লিখিত ঠিকানা পাল্টালে অথবা কারও দুই জায়গায় নাম থাকলে এক জায়গায় নাম বাদ যেত। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে ২০০২ সালে ৮ মাস ধরে নিবিড় সংশোধন হয়েছিল। তাতে ২৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল। কোনও হইচই হয়নি। রিপোর্ট অনুযায়ী, সর্বাধিক ৩১৩ জন। এর মধ্যে ৭৮ জন মুসলমান, বাকি ২৩৫ জন নেপালি হিন্দু। এই ৩১৩ জন অনুপ্রবেশকারী খুঁজে বার করার জন্য ৭কোটি ৭৩ লাখ মানুষের প্রত্যেককে ডকুমেন্ট দিয়ে প্রমাণ করতে হয় তাঁরা অনুপ্রবেশকারী নন। অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারী খোঁজার যে দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র দপ্তর পালন করেনি, তার দায় সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁদেরই প্রমাণ করতে বলা হয় যে তাঁরা ভারতীয় নাগরিক। ভোটার তালিকা সংশোধন করাই যদি নির্বাচন কমিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হতো তাহলে এতদিন যেভাবে হয়েছে, সেইভাবেই তা করতে পারত। তা না করে বিধানসভা নির্বাচনের এত কাছে এত কম সময়ের মধ্যে তা করতে গিয়ে মানুষকে এ ভাবে আতঙ্কিত করা কেন? পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত চিফ ইলেক্টোরাল অফিসারের গত ১১ সেপ্টেম্বরের একটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে, দুটি তালিকা, ২০০২ সালের ১ জানুয়ারির ভোটার তালিকা ও ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারির ভোটার তালিকা নিয়ে এসআইআর শুরু হবে। বিহারে যে নিয়মে এসআইআর হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেই নিয়মে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন, এনুমারেশন ফর্মে পরিবারের যে কেউ সই করতে পারবে, এনুমারেশন ফর্মের সঙ্গে তখনই কোনও ডকুমেন্ট দিতে হবে না। যাদের ডকুমেন্ট দিতে হবে তাদের তালিকা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করবে। বাবা-মা-এর নাম ২০০২-এর ভোটার লিস্টে না থাকলেও অন্য কোনও আত্মীয়ের নাম উল্লেখ করা যাবে। এই রকম কিছু নিয়মের পরিবর্তন করা হয়েছে। এটা যে হয়েছে তা বিহারে এবং এ রাজ্যে প্রবল গণবিক্ষোভের চাপেই। এর ফলে সাধারণ মানুষের কিছু সুবিধা হলেও কমিশনের হয়েছিল। বিজেপির ইচ্ছা ছিল সারা দেশে এনআরসি করার, করতে পারেনি। এখন নির্বাচন কমিশনকে সঙ্গী করে সেই কাজে নেমেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পদদলিত করে অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে সিএএ এনেছে। মতুয়া কার্ড খেলেছে। এখন বহু জায়গায় ক্যাম্প খুলে সিএএ-এর ফর্ম পূরণ করাচ্ছে। বলছে, এতেই নাকি নাগরিকত্ব অর্জন করা যাবে। নাগরিকত্ব নির্ধারণ করবে নির্বাচন কমিশন। কমিশন বলছে, আধার কার্ড, রেশন কার্ড এমনকি তাদেরই দেওয়া ভোটার আইডি কার্ড ভোটদাতার প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু কমিশন বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে বিশেষ মতলবে অন্য কোনও কাজ করেছে। সম্প্রতি কয়েকটি রাজ্যে

> **ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পদদলিত করে অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে সিএএ এনেছে। মতুয়া কার্ড খেলেছে। এখন বহু জায়গায় ক্যাম্প খুলে সিএএ-এর ফর্ম পূরণ করাচ্ছে। বলছে, এতেই নাকি নাগরিকত্ব অর্জন করা যাবে। নাগরিকত্ব নির্ধারণ করবে নির্বাচন কমিশন। কমিশন বলছে, আধার কার্ড, রেশন কার্ড এমনকি তাদেরই দেওয়া ভোটার আইডি কার্ড ভোটদাতার প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।**

ভূমিকায় স্পষ্ট হচ্ছে নাম বাতিলই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন নির্বাচন কমিশন বলছে যে ১৯৮৭ সাল বা তার পরে যারা জন্মেছেন, তাঁরা ভোটার কি না তা সন্দেহজনক। তাঁদের প্রমাণ করতে হবে যে তাঁদের বাবা বা মা ২০০২ সালে ভোটার ছিলেন। এটা কার্যত ২০০৩ সালের আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব প্রমাণের চেষ্টা। এনআরসি (ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার অব সিটিজেনস) হচ্ছে ঘুরিয়ে। বিজেপি সরকার আসামে এনআরসি করে সেখানে নাগরিকত্ব খোঁজার চেষ্টা করেছিল, সেখানেও আনুষ্ঠানিক ভাবে এনআরসি শুরু করার আগে ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ শুরু নির্বাচনে কমিশনের বিরুদ্ধে কারচুপি করে লক্ষ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম ঢোকানো, ডুপ্লিকেট ভোট, ভুয়ো ঠিকানা, বিরোধী দলগুলিকে ডিজিটাল ভোটার তালিকা না দেওয়া, সিসিটিভি ফুটেজ দেখাতে অস্বীকার করা ও অন্যান্য অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সে সব অভিযোগের কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। নির্বাচন কমিশন যে সব নথি নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে চাইছে, তা নিয়েই তো প্রশ্ন উঠেছে। দেশের কত শতাংশ মানুষ চাকরি করেন। যাঁদের চাকরি নেই বা কখনও ছিল না তাঁরা কী ভাবে চাকরির পরিচয়পত্র বা পেনশনের কাগজ দেখাবেন? ১৯৮৭ সালের আগে কত জন মানুষের ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্ট, এলআইসি পলিসি ছিল? ওই সময় কত জনের জন্ম সার্টিফিকেট ছিল? শিক্ষার সুযোগ যাঁরা পাননি, তাঁরা কী ভাবে শিক্ষাগত সার্টিফিকেট দেখাবেন? বিহারে এনআরসি হয়নি। অথচ এনআরসিতে নাম থাকার নথি কমিশন নির্ধারিত ১১টির একটি। পশ্চিমবঙ্গে ছিটমহলের বাসিন্দাদের কাছে কমিশন নির্ধারিত একটিও কাগজ থাকা সম্ভব নয়। তাদের কথা কথা কমিশন কি ভুলেই গেছে। অর্থাৎ অধিকাংশ গরিব মানুষের যে সব কাগজ কোনও দিন ছিল না বা যা তাঁদের নেই, কমিশন সেই সব কাগজপত্রকেই নথি হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে, যেগুলি না থাকলেই তিনি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বেন।

পুরনো নথিপত্র যাদের হারিয়ে অথবা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাঁরা দিনের পর দিন সরকারি দপ্তরে দৌড়ঝাঁপ করে, হয়রান হয়ে, দালাল চক্রের পাল্লায় পড়েও সে সব কাগজ উদ্ধার করতে পারবেন তার কোনও গ্যারান্টি আছে? বছর বছর কন্যার কবলে পড়া মানুষ কিংবা যাঁদের পরিযায়ী হয়ে রোজগার করতে হয় তাঁরা ২০-২৫ বছর আগের তাঁদের বাপ-ঠাকদার নথি যত্ন করে কোথায় রাখবেন। হঠাৎ ফরমান দিয়ে আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ডের গ্রহণযোগ্যতা রাতারাতি বাতিল করা হল। বিহারে প্রথম পর্যায়ের ৬৫ লক্ষ এবং খসড়া তালিকা থেকে ৩.৩৬ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় ৬৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গেল। তার ৭৫-৮০ শতাংশ মানুষই হতদরিদ্র। কেউ খেতমজুর বা ভূমিহীন চাষি, কেউ পরিযায়ী শ্রমিক, কেউ গৃহপরিচারিকা। দেশের মানুষের করের লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে আধার কার্ড তৈরি করার পর সরকার আধারকে এতই প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য হিসাবে তুলে ধরল যে, ব্যাঙ্ক, রেশন, গ্যাস সহ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে আধার সংযোগ বাধ্যতামূলক করা হল। অথচ এখন বলা হচ্ছে, আধার কার্ড ভোটদাতা হিসাবে নাগরিকের নির্ভরযোগ্য পরিচয়পত্র নয়। কারণ কী? কারণ নাকি আধার কার্ড জাল হচ্ছে। সরকার তার অপদার্থতার দায় জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে না। আসলে জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরির, সংখ্যালঘু মানুষকে বিদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের যে কার্যক্রম, সেটাই তারা এসআইআরের মধ্য দিয়ে করতে চাইছে। মানুষকে এসআইআরের নামে অস্তিত্বের সংকটে ফেলতে চাইছে। জনজীবনের যে জ্বলন্ত সমস্যাগুলো- দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, মহিলাদের উপর ক্রমাগত বাড়তে থাকা আক্রমণ, শিক্ষা- চিকিৎসার সমস্যা, যেগুলি সমাধান করতে কেন্দ্র এবং রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা পুঁজিবাদী সরকারগুলি পুরোপুরি ব্যর্থ, এসআইআরের মধ্য দিয়ে সরকার এই সমস্ত সমস্যাগুলিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে, সামনে নিয়ে এসেছে নাগরিকত্বের সমস্যাকে। অর্থাৎ তুমি আগে দেখ ভোটার তালিকায় তোমার নাম আছে কি না, তুমি আদৌ ভারতের নাগরিক কি না, তারপর তো দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, নারী নির্যাতন নিয়ে মাথা ঘামাবে। তা ছাড়া তোমার এত সব নিয়ে ভাবার দরকারটা কী? সুপ্রিম কোর্ট যখন বলল, অন্য প্রামাণ্য নথিগুলোর সঙ্গে আধার কার্ডকেও প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, কমিশন তা করল না। এখনও বলছে, আধার জমা দিলেও সন্দেহ হলে কমিশন অন্য নথি দেখতে চাইবে। এর থেকেই স্পষ্ট এসআইআর-এর উদ্দেশ্য সঠিক ভোটার লিস্ট তৈরি করা কিংবা সঠিক নাগরিক নির্ধারণ করা নয়। এর থেকেই স্পষ্ট, জনজীবনের মূল সমস্যাগুলি থেকে ক্ষুব্ধ জনগণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কৃত্রিম এবং জটিল সমস্যার মধ্যে ফেলে তাকে ঘুরপাক খাওয়ানোই এর লক্ষ্য। এর পিছনে মূল উদ্দেশ্য হল, এক অংশের মানুষের ত্রাতা সেজে অন্য অংশের মানুষকে সন্ত্রস্ত রেখে তাদের দিয়ে ভোটবা ভরানো। বিজেপি এবং শাসক দলগুলির এই হীন উদ্দেশ্যের মুখোশ খুলে দেওয়া আজ অত্যন্ত জরুরি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রকৃত দেশপ্রেমী মানুষ জাতির অপমান সইতে পারে না

হরলাল দেবনাথ প্রচার সচীব প্রাউটিষ্ট সর্ব সমাজ সমিতি
সিধাই মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা ফোন : ৯৬১২৪৪২০৯৮

১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা ঘোষণা হয়, তখন ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান আর মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান বলে আলাদা দুইটি রাষ্ট্র গঠন হয়েছল। তার পাশাপাশি পূর্ব বাংলার একটা বৃহৎ অঞ্চল নিয়ে ঘোষণা হয় পূর্ব পাকিস্তান যার শাসন দায়িত্ব বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে। এভাবে ভারত একটা দেশ তিনি ভাগে ভাগ হয়েছে। এই ইতিহাস যদি বর্তমান বা ভবিষ্যত প্রজন্ম ভুলে যায়, তাহলে বাঙালির ইতিহাস প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। বাঙালির ইতিহাস লুপ্ত হওয়াই ছিল মহাত্মা গান্ধি এবং জওহরলাল নেহরুর রাজনীতিতে বাঙালির ইতিহাস অন্ধকারে রেখে দেশভাগ চক্রান্ত করে ব্রিটিশের আশীর্বাদে স্বাধীনতার ইতিহাসে গান্ধি এবং নেহরু প্রাধান্য পেয়েছে। এবং পরবর্তী সময় তাদের চক্রান্তে নেতাজি অপসারণ হয়েছে। তারপর আবার নেতাজির পরবর্তী বাঙালি বীর পুরুষ স্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, দীনদয়াল উপাধ্যায় শহিদ হয়েছেন। দেশভাগের বিনিময়ে পূর্ব বাংলা ছেড়ে যেসব হিন্দু বাঙালি হিন্দুস্থান নামক ভারতে এসেছে। তাদের যথার্থ পুবর্বাসন ও পাঞ্জাবিদের মত স্থায়ীভাবে বাসস্থানের জন্য । শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী জওহরাল নেহরুর সঙ্গে তীব্র বাক্‌বিতণ্ডা করেছিলেন। কিন্তু তাদের অকাল মৃত্যুর কারণে পাঞ্জাবিদের মত বাঙালির সুযোগ সুবিধা আদায় হলোনা। সেই দিনের উদবাস্তু বাঙালির বংশধর আজ আবার উদ্বাস্তু হচ্ছে, এডিসি এবং এন আর সি নাম কালো আইনের দ্বারা।

বাঙালির সঙ্গে এই রূপ বৈমাতৃআচরণ সত্ত্বের যে বাঙালি নেহরু পরিবারের কংগ্রেস, আর কমিউনিস্ট দলের সমর্থন দিয়ে নেতৃত্বের অভিনয় করছে তারা কী সত্যি দেশপ্রেমে বিশ্বাসী। দেশ প্রেমে বিশ্বাসী মানুষ জাতির অপমান সইতে পারে না। যে জাতির রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেই জাতির সঙ্গে বৈমাতৃআচরণ করাই হয় তো পাপের প্রায়শ্চিত্ত কংগ্রেসে কমিউনিস্ট দলের ভরাডুবির কারণ।

ভবিষ্যতে বাঙালির অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে একথা বাঙালি না ভেবে বাঙালির প্রতিষ্ঠিত দলে হিন্দিভাষী নেতৃত্বের পুজারি সেজে বাঙালি অর্থ উপার্জনে ব্যতিব্যস্ত। যে বাঙালি পূর্ব বাকিস্তানের ১৪ পুরুষের ভিটে মাটি ও স্থাবর অস্থাবর সম্পতি ফেলে নিরাপত্তার জন্য হিন্দুস্থান নামক স্বাধীন ভারতে এসেছিল, সেই বাঙালির উত্তরসূরী আজ আবার হিন্দুস্থানে অবাঙালির বাঙালি বিরোধী বৈরী সংগঠন দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, এবং দেশভাগ উদ্বাস্তুর মত বাঙালি উদ্বাস্তু হতে চলেছে। বাঙালির ভবিষ্যত নিরাপত্তার পরিবেশগড়ে তুলার জন্য, সংবিধান সম্মত আইন ব্যবস্থা চালু করতে কোন ও রাজনৈতিক দল এগিয়ে আসে না। অথচ ক্ষমতা দখলের জন্য নির্বাচনে ভোট আদায়ের উদ্দেশ্যে রক্তঝরা প্রাণঘাতি আক্রমণাত্বক পরিবেশ সৃষ্টি হয় বাঙালির উপর। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাঙালির প্রধান অঞ্চল পশ্চিম বাংলায় সচেতন মানুষ দ্বারা বিশ্ব বরেণ্য বাঙালির ইতিহাস যেভাবে রক্ষা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেইভাবে মমতার মত এগিয়ে আসুন বাঙালিস্তানের জন্য বাঙালি ভোটের তৈরি প্রতিনিধিগণ। দলাদলি ছেড়ে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করতে একতার ক্ষেত্রে বাঙালিকে অ-বাঙালি ভূমিকা পালন করতে হবে। উন্নত বাঙালিকে পেছনে ফেলে অনুন্নত অ-বাঙালির উন্নয়ন চিন্তা, এটা দেশ উন্নয়ন পক্ষপাতি নয়।

মানুষ আর আগের মতো বই পড়ে না কেন

জিনাত শারমিন

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক জরিপ অনলাইনের দুনিয়ায় বেশ সাড়া ফেলেছে। বিশ্বের ১০২টি দেশে চালানো এই জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ বই পড়ে সবচেয়ে বেশি। আর তালিকার একদম তলানির দিকে রয়েছে বাংলাদেশ। জরিপ মতে, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ গড়ে দিনে ১ ঘণ্টা এবং বছরে প্রায় ১৭টি বই পড়ে। জরিপে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ সর্বোচ্চ বই পড়লেও তা অতীতের তুলনায় যথেষ্ট কম। এই জরিপ আরও জানায়, মহামারি- পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী মানুষের বই পড়ার প্রবণতা কমেছে। এই জরিপে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকের বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গত এক বছরে একটিও বই পড়েননি। আরও খারাপ খবর হলো, মিলিনিয়াল, জেন-জি ও জেন-আলফা বা তরুণ প্রজন্ম ক্রমশ কম পড়ছে। তারা বয়স্কদের তুলনায় অর্ধেকেরও কম বই পড়ে।

মানুষ কেন আগের মতো পড়ছে না? আর কীভাবে এই প্রবণতাকে পাল্টানো যায়? এই লেখায় এই দুই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে। এখানে রয়েছে মানুষের বই না পড়ার পেছনের ৫টি কারণ ও কার্যকর সমাধান।

১. সময়ের অভাব--- মানুষ যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি ব্যস্ত। কারণটা অনেকটা অর্থনৈতিক। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই এমন যে সময়ের সঙ্গে ধনীরা আরও বেশি ধনী হচ্ছেন, আর দরিদ্ররা হচ্ছেন আরও দরিদ্র। ফলে নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের কেবল টিকে থাকার জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তবে পড়ার সময় বের করা মূলত দুই ধাপের বিষয়। দিনের সূচিতে পড়ার জন্য সময় বের করা এবং পড়াকে অভ্যাসে পরিণত করা। পড়া একটি আনন্দদায়ক ব্যাপার। আমরা চাইলে আনন্দের জন্য সব সময় বের করতে পারি। আপনি বইয়ের পাশাপাশি ই-বুক পড়তে পারেন। যাতায়াত বা অন্য কাজের সময় অডিও বুক শুনতে পারেন। অনেকে আবার অডিও বুক শোনাকে পড়া হিসেবে ধরতেই চান না। যদি অডিও বুক বাদ দেওয়া হয়, তাহলে গত বছরে কোনো বই না পড়া মানুষের হার ২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশ হয়ে যায়। যদিও অডিও বুক ঠিক বই পড়ার মতো নয়, তবে এটিও বেশ কাজের। নতুন কিছু শেখায়, মনোযোগ ধরে রাখে, কল্পনাশক্তি ব্যবহার করতে শেখায় এবং শব্দভাণ্ডার বাড়ায়। যদি অডিও বুক বাদ দেওয়া হয়, তাহলে গত বছরে কোনো বই না পড়া মানুষের হার ২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশ হয়ে যায়। ২. বইয়ের দাম—যেহেতু দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই বই কেনার জন্য তাদের বাজেট নেই। তবে আজকের দিনে এটি খুব বড় সমস্যা নয়। কেননা, লাইব্রেরিতে গিয়ে ফ্রি বই পড়া যায়। ধার করে বই পড়া যায়। কম দামে কিনতে পাওয়া যায় পুরোনো বই। কিন্ডলসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অনেক কম দামে ই-বুক কিনতে পাওয়া যায়। ১৯২৯ সালের আগে প্রকাশিত সব বই এখন পাবলিক ডোমেইনে আছে। তার মানে এগুলো বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়। ৩. কী পড়বেন, বুঝতে পারছেন না--- অনেক সম্ভাব্য পাঠকের জন্য এটি একটি বড় সমস্যা। বেশির ভাগ মানুষ পড়েন দুই কারণেআনন্দ বা বিনোদনের জন্য ও ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য। আপনি যদি বুঝতে না পারেন কী পড়বেন, তাহলে এখান থেকেই শুরু করুন। এমন বই পড়ুন, যা আপনাকে আনন্দ দেয় বা আপনার জীবন উন্নত করবে। কী বই পড়বেন, কেন পড়বেনএই বিষয়ক অনেক ইনফ্লুয়েন্সারও পেয়ে যাবেন অনলাইনের দুনিয়ায়। লাইব্রেরি বা বইয়ের দোকানে ঘুরে বেড়ানোও একটা ভালো কৌশল। আমাজন বা গুডরিডস ঢুঁ মারলেও সহজে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। একবার ক্লিক করলে আপনি আরও অনেক প্রস্তাবনা ও রিভিউ দেখতে পাবেন। আরেকটা বিকল্প হলো বুক ক্লাব। সেখানে নিজের বই বেছে নিতে হয় না; বরং বই নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বইটা পড়ার আগ্রহ বাড়ে। কিন্ডলসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অনেক কম দামে ই-বুক কিনতে পাওয়া যায়। ১৯২৯ সালের আগে

প্রকাশিত সব বই এখন পাবলিক ডোমেইনে আছে। ৪. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ফোমো ও অ্যাটেনশন স্প্যান ফোনোগ্রাফ, রেডিও, টিভিবহু যুগ ধরে পড়াকে প্রতিযোগিতা থেকে পিছিয়ে দিয়েছে। তবে স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের অ্যাটেনশন স্প্যান বা মনোযোগের সময়সীমা কমানোর বিষয়টিকে একেবারে আলাদা মাত্রায় নিয়ে গেছে। ফলাফল? এখন ১০ সেকেন্ডের রিলসে আসক্ত প্রজন্মের পক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বই পড়া চ্যালেঞ্জের বিষয়ই বটে! ধীরলয়ের জীবনযাপন থেকে মানুষ এখন যোজন যোজন দূরে। অনেকেই নিজের পরিস্থিতি বোঝেন। একটা পাহাড় খুঁজে স্মার্টফোনটা ছুঁড়ে ফেলে পাহাড়ের ওপর বসে ঝুপ করে সন্ধ্যা নামা দেখতে চান। কিন্তু পারেন না। আপনি কীভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা রিলসের আসক্তি কমাবেন, সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে। ৫. লক্ষ্য নিয়ে না পড়া বা পড়ার অভ্যাস না করা--- কিছু অর্জন করতে হলে সেটিকে জীবনে অগ্রাধিকার দিতে হয়। প্রতি নববর্ষে ঠিক করুন, সেই বছর কমপক্ষে ১০টি বই পড়বেন। হয়তো তার বেশিও হতে পারে। আসলে সংখ্যাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো পড়াকে লক্ষ্য হিসেবে ধরা। যখনই আপনি একটা লক্ষ্য নিয়ে আগাবেন, তখন সেটার জন্য আপনাকে সময় বের করতেই হবে। সময়ের সঙ্গে সেটি অভ্যাসে পরিণত হতে বাধ্য। সবার আগে মনস্থির করুন, আপনি ১টি বই পড়ে শেষ করবেন!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় লোক আদালতের আয়োজন করা হয়।

২০০১ সালের সংসদ হামলায় শহীদ সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অন্যান্য সংসদ সদস্যরা

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : শনিবার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অন্যান্য সংসদ সদস্যরা ২০০১ সালের সংসদ হামলায় শহীদ হওয়া সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর, পাঁচজন জইশ-ই-মোহাম্মদ (জইএম) সন্ত্রাসী সংসদ ভবনে হামলা চালিয়ে ৬ জন দিল্লি পুলিশ সদস্য, ২ জন সংসদ সুরক্ষা সেবা কর্মী এবং এক জার্ডিনার-কে হত্যা করে। হামলার সময় সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে সংসদ ভবনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

আজকের দিনে, এই ভয়াবহ হামলার ২৪ বছর পূর্ণ হলো। সেদিনের হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, ভারতীয় উপ-রাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন সংসদ ভবনে উপস্থিত হন। তিনি শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণে যান।

শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা কিরণ রিজিজু, পীযূষ গোয়েল, জিতেন্দ্র সিং, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং অন্যান্য সংসদ সদস্যরা।

আগের দিন, এক্স-এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইট করে বলেন, "আজকের দিনটি আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর অবিস্মরণীয় সাহস ও বীরত্বের পুনরায় স্মরণ করার দিন, যখন ২০০১ সালে তারা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের মন্দির, আমাদের সংসদ ভবনে সন্ত্রাসী হামলাকে প্রতিহত করেছিল।" তিনি আরও বলেন, "আমি শহীদ সুরক্ষা বাহিনীর বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যারা সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত জবাব দিয়ে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। এই দেশ চিরকাল তাঁদের আত্মত্যাগের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।"

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "আজকের দিনে, আমরা আমাদের সাহসী সৈন্যদের প্রতি হৃদয়গ্রাহী শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যারা এই কাপুরুষ সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ হয়েছিলেন। এই দেশের সম্মান রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা এই শহীদদের এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি জাতি চিরকাল ঋণী থাকবে।"

২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর, পাঁচজন জইশ-ই-মোহাম্মদ সন্ত্রাসী একটি গাড়িতে করে সংসদ ভবনের প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ে। গাড়ির ওপর সুরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংসদের স্টিকার লাগানো ছিল। যদিও সে সময় রাজ্যসভা এবং লোকসভা ৪০ মিনিট আগে অধিবেশন মুলতুবি করা হয়েছিল, তবুও ওই সময়ে সংসদের ভিতরে শতাধিক লোক, যার মধ্যে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল.কে. আদভানি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হারিন পাটকসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সন্ত্রাসীরা তাদের অস্ত্র ও গ্রেনেডসহ নিরাপত্তা চেকপোস্ট পেরিয়ে সংসদ ভবনে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। প্রথমে সিআরপিএফ কনস্টেবল কমলেশ কুমারি সন্ত্রাসীদের দেখতে পান এবং সতর্ক করেন। তবে, তিনি গুলি খেয়ে প্রাণ হারান। পরে, বন্দুকযুদ্ধে একটি সন্ত্রাসীর আত্মঘাতী জ্যাকেট বিস্ফোরিত হয়, এবং বাকি চারজন সন্ত্রাসী নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হয়। এই হামলায় মোট ৯ জন নিহত হন, এবং অন্তত ১৭ জন আহত হন। তবে, সংসদের ভিতরে উপস্থিত সকল মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য অক্ষত অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে আসেন।

এই দিনটি ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে একটি অমোচনীয় ক্ষত হয়ে রয়ে গেছে, যা আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সাহসিকতার এক স্মরণীয় উদাহরণ।

সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান বললেন, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সংস্কার গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : ভারতের প্রতিরক্ষা প্রধান (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান বলেছেন, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সংস্কার গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকতে কাজ করছে। তিনি বলেন, 'যুদ্ধ ও যুদ্ধকৌশল এখন একটি বড় বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

হায়দ্রাবাদের কাছে ডুন্ডিগলে আয়োজিত ২১৬ তম কোর্সের কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েশন প্যারেড (সিজিপি)-তে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, জেনারেল চৌহান বলেন, ভারতের শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা এবং সশস্ত্র বাহিনীর অটুট পেশাদারিত্বের ওপর ভিত্তি করে রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'অপারেশন সিন্দুরের তীব্রতা হয়তো কমেছে, কিন্তু এটি চলমান রয়েছে।' তিনি উল্লেখ করেন যে, নতুন বিমান বাহিনীর অফিসাররা এমন একটি সময়ের মধ্যে যোগ দিচ্ছেন, যখন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে এক নতুন স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। জেনারেল চৌহান বলেন, এই সময়টি এমন একটি নতুন যুগের সূচনা, যেখানে সর্বদা উচ্চতর অপারেশনাল প্রস্তুতি, ২৪অ৭, ৩৬৫ দিন এবং ব্যাপক রূপান্তরের সময় চলছে। তিনি আরও বলেন, 'একত্রিত কাঠামো, যৌথ অপারেশন এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভারত (অটম্যানির্ভর ভারত) এর জাতীয় লক্ষ্য, ভারতের সামরিক শক্তির ভবিষ্যতকে আকার দিচ্ছে।'

প্যারেডের আগে, সিডিএস সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণ শেষ করা ফ্লাইট ক্যাডেটদের উপর রাষ্ট্রপতির কমিশন প্রদান করেন। এছাড়াও, তিনি প্রশিক্ষণে উৎকৃষ্টতা অর্জন করা ক্যাডেটদের উইংস এবং ব্রেভেট প্রদান করেন। মোট ২৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থী, যাদের মধ্যে ৮ জন ভারতীয় কোস্ট গার্ড, ৬ জন ভারতীয় নৌবাহিনী এবং ২ জন ভিয়েতনাম থেকে ছিলেন, প্যারেডে অংশ নেন। প্যারেডের এক অংশ হিসেবে, বিভিন্ন এয়ারিয়াল ডিসপ্লে অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ছিল।

থাইল্যান্ড-কাম্পোডিয়া সীমান্তে সংঘর্ষ অব্যাহত, ট্রাম্পের মধ্যস্থতা সত্ত্বেও শান্তি চুক্তি রক্ষা হয়নি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চানভিরাকুল শনিবার বলেছেন, দেশটি 'যতক্ষণ না তাদের ভূমি ও জনগণের জন্য কোন ক্ষতি এবং হুমকি অনুভূত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সামরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।' তার এই ঘোষণার একদিন পরই, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন যে তিনি থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বুধবার, ট্রাম্প দুই দেশের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদেরকে 'গুলি থামানোর' জন্য বলেছিলেন। তবে, অনুতিন ও কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মেনেট এর কোনও উল্লেখ করেননি এবং দাবি করেছেন যে তাদের মধ্যে কোন যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়নি।

'আমাদের কার্যক্রম আজ সকালেই স্পষ্ট করে দিয়েছে,' অনুতিন বলেন।

হোয়াইট হাউস থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি, তবে কম্বোডিয়ার তথ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, দেশটি অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত চুক্তি অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখছে।

সোমবার থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষের পর, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সীমান্তে ভারী অস্ত্রের গোলাগুলি চলছে। জুলাই মাসে পাঁচ দিনের সংঘর্ষের পর এটি সবচেয়ে তীব্র সংঘর্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অক্টোবর মাসে, ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে এই সংঘর্ষ বন্ধ হয়েছিল, তবে থাইল্যান্ড গত মাসে এই যুদ্ধবিরতি স্থগিত করে, যখন এক থাই সৈন্য মাইন বিস্ফোরণে আহত হয়। থাইল্যান্ডের অভিযোগ, কম্বোডিয়া নতুন মাইন পেতে শুরু করেছে। কম্বোডিয়া এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

শনিবার, থাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র, রিয়ার অ্যাডমিরাল সুরাসান্ট কংসিরি এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, থাই বাহিনী কম্বোডিয়ার হামলার পরে আত্মরক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কম্বোডিয়ার তথ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে থাই বাহিনী সেতু ও ভবনগুলোতে আঘাত করেছে এবং একটি নৌযান থেকে গোলাবর্ষণ করেছে। থাই নেতা অনুতিন ট্রাম্পের মন্তব্য, যে 'সড়কবোমা' আক্রমণটি দুর্ঘটনাক্রমে ঘটেছিল, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি জানান, এটি 'অবশ্যই দুর্ঘটনা ছিল না।' কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মেনেট বলেছেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও মালয়েশিয়াকে অনুরোধ করেছেন, যাতে তারা তাদের গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করে 'যে পক্ষ প্রথম গুলি ছুঁড়েছিল তা যাচাই' করতে সহায়তা করে।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ পুনঃপরীক্ষা প্রক্রিয়ায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম, বেশ কিছু ভুল তথ্য ধরা পড়েছে

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পুনঃপরীক্ষা প্রক্রিয়া চলাকালে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম ও ভুল তথ্য সনাক্ত করা হয়েছে। এই অনিয়মগুলো মূলত পিতামাতা বা আত্মীয়দের নামের ভিত্তিতে নতুন ভোটার চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ায় ধরা পড়েছে। যদিও এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে, তবুও নির্বাচন কমিশন জমা দেওয়া ফর্মগুলোকে পুনঃযাচাই এবং খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করতে চলেছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে 'যুক্তিসঙ্গত অমিল' সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, যা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ডেটার মাধ্যমে জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ৮৫ লাখ ১ হাজার ৪৮৬ ভোটারের পিতার নাম ভুল বা অমিল রয়েছে, যা মোট ভোটারের ১১.০৯ শতাংশ। ২৪ লাখ ২১ হাজার ১৩৩ ভোটারের ক্ষেত্রে, রেকর্ডে দেখানো হয়েছে যে তাদের ছেলেমেয়ে সংখ্যা ছয়টির বেশি। পিতামাতা এবং সন্তানের বয়সের মধ্যে বড় অমিলও সনাক্ত করা হয়েছে। ১১ লাখ ৯৫ হাজার ২৩০ ক্ষেত্রে পিতামাতার বয়সের পার্থক্য ১৫ বছরের কম, আবার ৮ লাখ ৭৭ হাজার ৭৩৬ ক্ষেত্রে এই পার্থক্য ৫০ বছরের বেশিযা বাস্তবসম্মত নয়।

এছাড়া, ৩ লাখ ২৯ হাজার ১৫২ ক্ষেত্রে, ভোটারদের এবং তাদের দাদু-দাদির মধ্যে বয়সের পার্থক্য ৪০ বছরের কম, যা পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ২০ লাখ ৭৪ হাজার ২৫৬ ভোটারকে 'নতুন ভোটার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও তাদের বয়স ৪৫ বছর বা তার বেশি। লিঙ্গ সংক্রান্ত তথ্যেও বেশ কিছু ভুল সনাক্ত হয়েছে: ১৩ লাখ ৪৬ হাজার ৯১৮ ভোটারের লিঙ্গ সংক্রান্ত তথ্য ভুল, যার ফলে ভোটারের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে।

যদিও এই ভোটার আবেদনগুলো ডিজিটালাইজড করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের সূত্র জানিয়েছে, এই ভোটারদেরকে শুনানির জন্য ডাকা হবে। এই ডেটাবেস এখন রাজ্যের প্রতিটি জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং ব্লক স্তরের কর্মীদের হাতে পৌঁছানো হয়েছে, যাতে যাচাই এবং সংশোধন দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। ক্লেইমস অ্যান্ড অবজেকশন্স পর্বে সাধারণ ভোটাররা তাদের সংশোধনীর সুযোগ পাবেন।

ভাগবন্ত মানের তীব্র আক্রমণ, রাহুল গান্ধী ও নভজোত সিং সিধুকে নিয়ে মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভাগবন্ত মান মঙ্গলবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং বিচ্ছিন্ন পাঞ্জাব নেতা নভজোত সিং সিধুর বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, উভয়েই একই মৌলিক সমস্যায় ভুগছেন - 'প্রথমে কাজ না করে শীর্ষপদ দাবি করা।'

একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ে মান বলেন, 'রাহুল গান্ধী বলছেন, "আমাকে প্রধানমন্ত্রী বানান, আমি কিছু করব,"' কিন্তু দেশজুড়ে মানুষ সেখানেই উল্টো প্রশ্ন করছে, 'প্রথমে কিছু কাজ করুন, আপনার পারফরম্যান্স দেখান, তারপর আমরা আপনাকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর কথা ভাবব।'

এই মন্তব্যে পাঞ্জাব রাজনীতির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মান। তিনি বলেন, 'নভজোত সিং সিধুও একই ধরনের মনোভাব দেখাচ্ছেন। সিধু চান পাঞ্জাবিরা তাকে মুখ্যমন্ত্রী বানাক, কিন্তু পাঞ্জাবিরা স্পষ্টভাবেই বলছেন, "প্রথমে আপনার কাজ, আপনার পারফরম্যান্স দেখান, তারপর আমরা ভাবব।'

মানের এই মন্তব্যগুলি নভজোত কৌর সিধুর সম্প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে করা সমালোচনার পর আসল। সিধু, যিনি কংগ্রেসের ভেতরের অশান্তি নিয়ে সম্প্রতি বক্তব্য দিয়েছেন, সেই পরিস্থিতিতে ভাগবন্ত মান অভিযোগ করেন যে, এই ধরনের প্রকাশ্যে মতবিরোধ কংগ্রেসের অস্বচ্ছতা এবং দায়িত্বহীনতাকেই তুলে ধরছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শৈত প্রবাহ, দিল্লি-এনসিআরের বায়ু মান অত্যন্ত খারাপ

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামীকাল পর্যন্ত উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে তীব্র শৈত প্রবাহের আশঙ্কা রয়েছে। আজ চত্তীসগড়, তেলেঙ্গানা, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক এবং ওডিশায় শৈত প্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, আজ হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতর অ্যান্ডামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আগামীকাল পর্যন্ত বজ্রপাত, বিদ্যুৎচমক এবং ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে।

এদিকে, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের বায়ু মান এখনও 'অত্যন্ত খারাপ' পর্যায়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) অনুযায়ী, আজ দুপুর ১টা পর্যন্ত দিল্লির গড় বায়ু মান সূচক (এএকিউআই) ছিল ৪০৯।

এছাড়া, গালফ অফ মান্নার এবং সংলগ্ন কোমোরিন এলাকায় আগামী ২ থেকে ৩ দিন ধরে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা রয়েছে, যা স্থানীয় আবহাওয়ার পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বায়ু মানের অবনতি এবং শৈত প্রবাহের কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ভারতীয় বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অসমের সোনিতপুর জেলা থেকে গ্রেফতার, পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের কাছে সংবেদনশীল তথ্য পাচারের অভিযোগ

গুয়াহাটি, ১৩ ডিসেম্বর : অসমের সোনিতপুর জেলায় একজন অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় বায়ুসেনার কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার অপারেটিভদের কাছে গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে, এই ঘটনা সংবেদনশীল ডকুমেন্ট এবং তথ্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শেয়ার করার সঙ্গে জড়িত।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হারিচরণ ভুমিজ জানান, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে অভিযুক্ত পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন এবং সেগুলিকে বৈদ্যুতিনভাবে শেয়ার করেছিলেন। গ্রেফতারির সময় অভিযুক্তের ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এই বৈদ্যুতিন ডিভাইসগুলি ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে, তদন্তকারীরা বলেছেন যে, কিছু ডেটা মুছে ফেলা হয়েছে, যা বিশ্লেষণকে জটিল করতে পারে। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির অধীনে মামলা রুজু করেছে এবং আরও তদন্ত চলছে। তদন্তকারীরা এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছেন, এবং এটা দেখার চেষ্টা করছেন যে অভিযুক্তের সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ পুনঃপরীক্ষা প্রক্রিয়ায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম, বেশ কিছু ভুল তথ্য ধরা পড়েছে

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পুনঃপরীক্ষা প্রক্রিয়া চলাকালে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম ও ভুল তথ্য সনাক্ত করা হয়েছে। এই অনিয়মগুলো মূলত পিতামাতা বা আত্মীয়দের নামের ভিত্তিতে নতুন ভোটার চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ায় ধরা পড়েছে। যদিও এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে, তবুও নির্বাচন কমিশন জমা দেওয়া ফর্মগুলোকে পুনঃযাচাই এবং খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করতে চলেছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে 'যুক্তিসঙ্গত অমিল' সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, যা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ডেটার মাধ্যমে জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ৮৫ লাখ ১ হাজার ৪৮৬ ভোটারের পিতার নাম ভুল বা অমিল রয়েছে, যা মোট ভোটারের ১১.০৯ শতাংশ। ২৪ লাখ ২১ হাজার ১৩৩ ভোটারের ক্ষেত্রে, রেকর্ডে দেখানো হয়েছে যে তাদের ছেলেমেয়ে সংখ্যা ছয়টির বেশি। পিতামাতা এবং সন্তানের বয়সের মধ্যে বড় অমিলও সনাক্ত করা হয়েছে। ১১ লাখ ৯৫ হাজার ২৩০ ক্ষেত্রে পিতামাতার বয়সের পার্থক্য ১৫ বছরের কম, আবার ৮ লাখ ৭৭ হাজার ৭৩৬ ক্ষেত্রে এই পার্থক্য ৫০ বছরের বেশিযা বাস্তবসম্মত নয়।

এছাড়া, ৩ লাখ ২৯ হাজার ১৫২ ক্ষেত্রে, ভোটারদের এবং তাদের দাদু-দাদির মধ্যে বয়সের পার্থক্য ৪০ বছরের কম, যা পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। ২০ লাখ ৭৪ হাজার ২৫৬ ভোটারকে 'নতুন ভোটার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও তাদের বয়স ৪৫ বছর বা তার বেশি। লিঙ্গ সংক্রান্ত তথ্যেও বেশ কিছু ভুল সনাক্ত হয়েছে: ১৩ লাখ ৪৬ হাজার ৯১৮ ভোটারের লিঙ্গ সংক্রান্ত তথ্য ভুল, যার ফলে ভোটারের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে।

যদিও এই ভোটার আবেদনগুলো ডিজিটালাইজড করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের সূত্র জানিয়েছে, এই ভোটারদেরকে শুনানির জন্য ডাকা হবে। এই ডেটাবেস এখন রাজ্যের প্রতিটি জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং ব্লক স্তরের কর্মীদের হাতে পৌঁছানো হয়েছে, যাতে যাচাই এবং সংশোধন দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। ক্লেইমস অ্যান্ড অবজেকশন্স পর্বে সাধারণ ভোটাররা তাদের সংশোধনীর সুযোগ পাবেন।

ভাগবন্ত মানের তীব্র আক্রমণ, রাহুল গান্ধী ও নভজোত সিং সিধুকে নিয়ে মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভাগবন্ত মান মঙ্গলবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং বিচ্ছিন্ন পাঞ্জাব নেতা নভজোত সিং সিধুর বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, উভয়েই একই মৌলিক সমস্যায় ভুগছেন - 'প্রথমে কাজ না করে শীর্ষপদ দাবি করা।'

একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ে মান বলেন, 'রাহুল গান্ধী বলছেন, "আমাকে প্রধানমন্ত্রী বানান, আমি কিছু করব,"' কিন্তু দেশজুড়ে মানুষ সেখানেই উল্টো প্রশ্ন করছে, 'প্রথমে কিছু কাজ করুন, আপনার পারফরম্যান্স দেখান, তারপর আমরা আপনাকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর কথা ভাবব।'

এই মন্তব্যে পাঞ্জাব রাজনীতির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মান। তিনি বলেন, 'নভজোত সিং সিধুও একই ধরনের মনোভাব দেখাচ্ছেন। সিধু চান পাঞ্জাবিরা তাকে মুখ্যমন্ত্রী বানাক, কিন্তু পাঞ্জাবিরা স্পষ্টভাবেই বলছেন, "প্রথমে আপনার কাজ, আপনার পারফরম্যান্স দেখান, তারপর আমরা ভাবব।'

মানের এই মন্তব্যগুলি নভজোত কৌর সিধুর সম্প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে করা সমালোচনার পর আসল। সিধু, যিনি কংগ্রেসের ভেতরের অশান্তি নিয়ে সম্প্রতি বক্তব্য দিয়েছেন, সেই পরিস্থিতিতে ভাগবন্ত মান অভিযোগ করেন যে, এই ধরনের প্রকাশ্যে মতবিরোধ কংগ্রেসের অস্বচ্ছতা এবং দায়িত্বহীনতাকেই তুলে ধরছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শৈত প্রবাহ, দিল্লি-এনসিআরের বায়ু মান অত্যন্ত খারাপ

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামীকাল পর্যন্ত উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে তীব্র শৈত প্রবাহের আশঙ্কা রয়েছে। আজ চত্তীসগড়, তেলেঙ্গানা, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক এবং ওডিশায় শৈত প্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, আজ হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতীয় বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অসমের সোনিতপুর জেলা থেকে গ্রেফতার, পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের কাছে সংবেদনশীল তথ্য পাচারের অভিযোগ

গুয়াহাটি, ১৩ ডিসেম্বর : অসমের সোনিতপুর জেলায় একজন অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় বায়ুসেনার কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার অপারেটিভদের কাছে গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে, এই ঘটনা সংবেদনশীল ডকুমেন্ট এবং তথ্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শেয়ার করার সঙ্গে জড়িত। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হারিচরণ ভুমিজ জানান, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে যে অভিযুক্ত পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন এবং সেগুলিকে বৈদ্যুতিনভাবে শেয়ার করেছিলেন। গ্রেফতারির সময় অভিযুক্তের ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই বৈদ্যুতিন ডিভাইসগুলি ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে, তদন্তকারীরা বলেছেন যে, কিছু ডেটা মুছে ফেলা হয়েছে, যা বিশ্লেষণকে জটিল করতে পারে। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির অধীনে মামলা রুজু করেছে এবং আরও তদন্ত চলছে। তদন্তকারীরা এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছেন, এবং এটা দেখার চেষ্টা করছেন যে অভিযুক্তের সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শৈত প্রবাহ, দিল্লি-এনসিআরের বায়ু মান অত্যন্ত খারাপ

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামীকাল পর্যন্ত উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে তীব্র শৈত প্রবাহের আশঙ্কা রয়েছে। আজ চত্তীসগড়, তেলেঙ্গানা, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক এবং ওডিশায় শৈত প্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, আজ হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

শনিবার আগরতলায় সিপিআইএমের সভা আয়োজিত হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকা মারাত্মক ফ্লু থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন কীভাবে?

কেইট বোয়ি

অত্যন্ত মারাত্মক একটি ফ্লু মৌসুম বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ভাইরাসের নতুন মিউটেটেড বা পরিবর্তিত রূপ আংশিকভাবে দায়ী হওয়ায় কারণে এমনটি ঘটছে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা। জাপান ও যুক্তরাজ্যে ফ্লুর বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত এই ভেরিয়েন্ট এখন বিশ্বের সব মহাদেশেই শনাক্ত হয়েছে।

গত কয়েক বছরে মানুষ এই ভাইরাসটির সংস্পর্শে খুব কম এসেছে ফলে এর বিরুদ্ধে স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে গেছে।

এইচ-থ্রি-এন-টু ফ্লু মিউটেশন কী? ফ্লু ভাইরাস সব সময়ই রূপান্তরিত হতে থাকে এবং বিজ্ঞানীরা তাদের বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন যাতে টিকাগুলো সেই অনুযায়ী হালনাগাদ করা যায়। অধিকাংশ সময় ভাইরাসগুলো শুধু ছোটখাটো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় কিন্তু কখনো কখনো সেগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে হঠাৎ রূপ পাল্টে ফেলে। এইচ-থ্রি-এন-টু মৌসুমি ফ্লুর একটি ধরনে সাতটি নতুন রূপান্তর বা মিউটেশন দেখা গেছে, যার ফলে এই ভাইরাস "দ্রুত বেড়েছে" বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথোজেন ইভোলিউশন সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ডেরেক স্মিথ রিপোর্টে এ তথ্য জানিয়েছেন। ফ্লুয়ের এই ধরন কি মারাত্মক?

এইচ-থ্রি-এন-টু "সাবক্লেড কে" নামে পরিচিত এই মিউটেশন হলো মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসের একটি ধরন, যার সঙ্গে মানুষ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খুব বেশি পরিচিত হয়নি।

ফলে এই মিউটেশনের উপসর্গ অন্য ফ্লুর চেয়ে বেশি মারাত্মক নাও হতে পারে। এমনটা সত্ত্বেও স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে মানুষ সহজেই অসুস্থ হতে পারে এবং অন্যদেরও সংক্রমিত করতে পারে।

মনে রাখা জরুরি, ফ্লু হলে কিছু মানুষের কোনো উপসর্গই দেখা যায় না, আবার কারও ক্ষেত্রে হঠাৎ জ্বর, শরীর ব্যথা ও ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। তবে বয়স্ক ও ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য এই ভাইরাস প্রাণঘাতী হতে পারে।

'আমরা অনেকদিন ধরেই এ রকম ভাইরাস দেখিনি। এর গতিবিধি অস্বাভাবিক,' বলেন যুক্তরাজ্যের ফ্রান্সিস ক্রিক ইনস্টিটিউটের ওয়ার্ল্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক নিকোলা লুইস। 'এটি আমাকে পুরোপুরি উদ্বিগ্ন করছে,' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি আতঙ্কিত নই, তবে চিন্তিত রয়েছি'। এটি সর্দি, ফ্লু নাকি কোভিড? সর্দি, ফ্লু ও কোভিডের অনেক লক্ষণই একই রকম। তবে কিছু উপসর্গ আছে যা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে, আপনার কোনটি হয়েছে। সর্দি ধীরে ধীরে আসে, মূলত আপনার নাক ও গলার পেছনের অংশকে প্রভাবিত করে। ফ্লু সাধারণত হঠাৎ শুরু হয়, সাথে শরীর ব্যথা, জ্বর এবং মাংসপেশীর দুর্বলতা দেখা দেয়।

এদিকে, কোভিডে উপসর্গ দেখা যায় ফ্লুর মতো, তবে এটিকে চিহ্নিত করা যায় স্বাদ বা গন্ধ পাওয়া না গেলেই। এছাড়া তীব্র গলা ব্যথাও একটি উপসর্গ। ডায়রিয়াও সাধারণত হয়ে থাকে।

ফ্লু থেকে নিজেকে কীভাবে রক্ষা করবো? ফ্লু প্রতিরোধের অন্যতম সেরা উপায় হলো ফ্লুর ভ্যাকসিন নেওয়া। তবে বর্তমানে যে ভ্যাকসিনগুলো পাওয়া যাচ্ছে, তা রূপান্তরিত ভাইরাসের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। 'কোনো সুরক্ষা না থাকার চেয়ে কিছু সুরক্ষা থাকা ভালো। তবে এই বছর সম্ভবত এমন একটি বছর, যেখানে ভ্যাকসিনের সুরক্ষার মাত্রা সেই বছরগুলোর চেয়ে কম, যখন টিকা ভালো সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে,' বিবিসিকে বলেন যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যান্ডেমিক সায়েন্স ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ক্রিস্টোফ ফ্রেজার। তিনি আরও যোগ করেন, 'এটি আদর্শ পরিস্থিতি নয়'। 'আগের ধরনের তুলনায় অ্যান্টিজেনিকভাবে কিছুটা ভিন্ন বর্তমানে ছড়ানো সাবক্লেড কে ভাইরাসগুলো। তাই যদি আপনি এই বছরের ফ্লু ভ্যাকসিন না নেন, তবে ফ্লু হওয়ার শঙ্কা বেশি এবং ভাইরাসটিতে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকিও বেশি,' ব্যাখ্যা করেছেন ফ্রান্সিস ক্রিক ইনস্টিটিউটের ওয়ার্ল্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা সেন্টারের পরিচালক নিকোলা লুইস। রোগে আপনার আক্রান্ত হওয়া প্রতিরোধ কিংবা ভাইরাসের সংক্রমণ ধীর করার চেয়ে, রোগের তীব্রতা কমানোই ভ্যাকসিনের মূল সুবিধা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফ্লু ভ্যাকসিন সারা বিশ্বেই পাওয়া যায়, তবে ভ্যাকসিন প্রাপ্তির সুযোগ অঞ্চলভেদে ভিন্ন।

যুক্তরাজ্যে ৬৫ বছরের বেশি বয়সী, গর্ভবতী বা নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য তা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। অন্যান্যরা চাইলে অর্থ খরচ করে নিতে পারেন। ফ্লুর সংক্রমণ রোধ করাও একটি কার্যকর উপায়। জাপান ও ইংল্যান্ডে, যেখানে মৌসুমি ফ্লু আগে শুরু হয়েছে, কিছু স্কুল প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে রাখতে বন্ধ করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের হেল্‌থ সিকিউরিটি এজেন্সির ফ্লু প্রোগ্রামের প্রধান ডা. সুসানা ম্যাকডোনাল্ড বলেন, কাশি বা হাঁচি দিলে টিস্যু দিয়ে ঢেকে দেওয়া এবং সাবান ও কুসুম গরম জল দিয়ে বারবার হাত ধোয়া গুরুত্বপূর্ণ। ফ্লু আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে থাকা উচিত, তবে যদি বাইরে বের হতেই হয়, তবে তাদের খোলা জায়গায় থাকার চেষ্টা করা উচিত, বিবিসিকে বলেন তিনি। তিনি আরও যোগ করেন, 'অন্য মানুষদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং যদি মুখে মাস্ক পরার কথা ভাবেন, তাও রোগের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধে সাহায্য করবে'।

কম বয়সে চুল পাকার কারণ কী

এসথার কাহাম্বি

এই ঘটনায় ঘাবড়ে গিয়েছিলেন কানাডার মেয়ে অ্যাশলে শুকরু। তিনি জানান, সেই মুহূর্তটি নিজের চেহারা সম্পর্কে তার ভাবনাকে বহু বছরের জন্য বদলে দিয়েছিল। 'সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হয়েছিল, না, আমার তো চুল পাকার কথা নয়, আমার বয়স তো মাত্র ১৪,' তিনি স্মরণ করেন। 'আমি মনে করতে পারি, লাঞ্চের সময় বাড়ি গিয়ে চুলে হাত বুলিয়ে আরো অনেক ধূসর চুল দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি ভীষণ বিব্রত বোধ করছিলাম।' সেই সময়টায় তিনি তার বাবা—মাকে অনুরোধ করতে থাকেন, যেন তারা তাকে পাকা চুল রং করতে দেন। অ্যাশলের বয়স এখন ২৮। 'যখন তুমি সবার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চাইছ, তখন ধূসর চুল এমন কিছু নয় যা দেখে মনে হবে তুমি মানিয়ে গেছ। আমি সেটা ঢেকে রাখতে চাইছিলাম,' বিষয়টাকে এভাবেই এখন ব্যাখ্যা করেন তিনি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কখন আপনার চুল ধূসর হতে শুরু করবে তা নির্ধারণে জিনগত প্রভাবই সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। অ্যাশলের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিলো, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাই বোঝা যায়। তার মায়ের চুল ১৪ বছরেই পাকা শুরু হয়েছিল, আর নানীর ক্ষেত্রে এই বয়স ছিল প্রায় ১৭ বছর। চিকিৎসকরা বলছেন, অকালপক্ক চুল নিয়ে উদ্বিগ্ন তরুণ রোগীর সংখ্যা বাড়ছে যাদের বেশিরভাগের বয়স ২০ ও ৩০-এর কোঠার শুরুর দিকে। স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অনুসরণ করা মানুষের ক্ষেত্রে ককেশীয়দের চুল সাধারণত ৩৫ বছর বয়সে পাকা শুরু করে। এশিয়ান ও আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে এটি সাধারণত আরও ১০ বছর পরে দেখা যায়। এই বয়সের আগেই চুল পাকা শুরু হলে তাকে অকালপক্ক বলা হয় যার মানে ককেশীয়দের ক্ষেত্রে ২০ বছরের আগে, এশিয়ানদের ক্ষেত্রে ২৫ বছরের আগে এবং আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে ৩০ বছরের আগে চুল পাকা স্বাভাবিক নয়।

এই সীমাগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে কারণ চুলের রং তৈরি করার জিনগত প্রক্রিয়া বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে ভিন্নভাবে কাজ করে, কিছু জাতির ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া একটু দেরিতে বন্ধ হয়। 'এভাবেই আমরা জানি কখন অন্য কারণ খুঁজতে হবে এবং কখন এটি স্বাভাবিক বার্ধক্যের একটি অংশ হিসেবে বিবেচ্য,' বলেন যুক্তরাজ্যের সাধারণ চিকিৎসক সেরমেদ মেজহার। চুল কেন সাদা বা ধূসর হয়? ত্বকের লোমকূপ থেকে নতুন চুল গজায়, যেখানে মেলানোসাইট নামের রঞ্জক বা সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি। 'বি—১২ মূলত প্রাণিজ খাদ্য থেকেই পাওয়া যায়। কেউ যদি সম্পূর্ণ ভেগান বা শাকাহারি হন এবং কোনো সাপ্লিমেন্ট না নেন, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এটিই প্রথমে পরীক্ষা করার বিষয়,' বলেন ডা. মেজহের। এদিকে, কপার বা তামা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি টায়রোসিনেজ নামের একটি এনজাইম সক্রিয় করে যা মেলানিন তৈরিতে সাহায্য করে। শেলফিশ বা ঝিনুকজাতীয় খাবার, তিলের বীজ, গাঢ় সবুজ শাকসবজি এবং গরু ও ভেড়ার কলিজা হলো কপারের ভালো উৎস। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেন যে জিংক বা ভিটামিন সি—এর অতিরিক্ত গ্রহণ কপার শোষণে বাধা দিতে পারে, যার ফলে এর ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সম্প্রতি অনেকেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে জিংক সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে কোভিড মহামারির সময়বলেন পুষ্টিবিদ ও লেখক মারিয়া মার্লো, যার ২০-এর দশকেই চুল পাকা শুরু হয়েছিলো।

'যদি সাপ্লিমেন্ট সঠিকভাবে তৈরি না হয়, তাহলে জিংক নিতে গিয়ে কপারের ঘাটতি তৈরি হতে পারে,' বলেন তিনি। 'যদি আপনি জিংক সাপ্লিমেন্ট নিতে চান, তবে সবসময় জিংকের সঙ্গে কপারও নেওয়া উচিত অর্থাৎ দুটো একসঙ্গে নেওয়াই ভালো।' অতিরিক্ত আয়রন বা অতিরিক্ত ভিটামিন সি—ও শরীরে কপারের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে, যোগ করেন তিনি। খনিজের ঘাটতি যদি আগেভাগে চুল পেকে যাওয়ার কারণ হয়, তবে এর সঙ্গে আরও কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে, বলছেন চিকিৎসকরা। 'কপারের মতো খনিজের ঘাটতি থাকলে ওজন দ্রুত বেড়ে যেতে পারে, চুল পাতলা হতে পারে এবং ত্বকে র‍্যাশ হতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত ক্লান্তি ও অবসন্নতা অনুভব হতে পারে এবং ঠান্ডা সহ্য করার ক্ষমতাও কমে যেতে পারে,' বলেন ডা. মেজহের। পরীক্ষার পর মিস মার্লো দেখলেন তার শরীরে কপার, আয়রন ও আয়োডিনের ঘাটতি আছে। তিনি ভারী ধাতুর পরীক্ষাও করান, যা তার মতে খনিজের শোষণে বাধা দিয়ে আগেভাগে চুল পেকে যাওয়া ঘটাতে পারে। পরীক্ষায় দেখা যায়, তার দেহে লিড বা সীসা ও ক্যাডমিয়ামের মাত্রা বেড়ে গেছে। শিল্পায়নের কারণে আমরা সবাই ভারী ধাতুর সংস্পর্শে আসার ঝুঁকিতে থাকিযা হতে পারে আমাদের শ্বাস নেওয়া বাতাস ও খাবারের মাধ্যমেও। 'উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কিছু মাছের মধ্যে অন্য মাছের তুলনায় বেশি পারদ থাকে,' বলেন মিস মার্লো। 'সমস্যা তখনই হয়, যখন আমরা একসঙ্গে শরীর যতটা সামলাতে পারে তার বেশি পরিমাণ গ্রহণ করি।' খাদ্যাভ্যাস কি অকালে চুল পেকে যাওয়া রোধ করতে পারে? কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিক চাপ কমালে নতুন চুল আবার তার স্বাভাবিক রঙে ফিরে আসতে পারে। ডাক্তারদের মতে, একইভাবে চুল পেকে যাওয়া যদি পুষ্টির ঘাটতির কারণে হয়, তবে সেটিও বদলে ফেলা বা আগের অবস্থায় ফেরানো সম্ভব। 'যদি এটি জেনেটিক কারণে হয়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়,' বলেন ডা. মেজহের। সাধারণভাবে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, পুষ্টিকর খাবারের মাধ্যমে খনিজ উপাদানগুলো পূরণ করা সবচেয়ে ভালো উপায়। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে যখন কিছু নির্দিষ্ট খাবার গ্রহণ সম্ভব না, তখন সাপ্লিমেন্টও সাহায্য করতে পারে। তবে, সাপ্লিমেন্ট নেওয়া বা ডায়েট পরিবর্তনের আগে, ডাক্তাররা বলেন প্রথম ধাপে অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত যাতে বোঝা যায় কী ঘটছে। 'যদি আমরা দেখি ভিটামিন বি-১২ কম আছে এবং আমরা তা সাপ্লিমেন্ট করি, তাহলে অবশ্যই চুলের পিগমেন্ট বা রং আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। একই কথা প্রযোজ্য কপার, ভিটামিন ডি, বা থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা থাকলেও,' ব্যাখ্যা করেন ডা. মেজহের। 'চুল পুরোপুরি আগের অবস্থায় না ফিরলেও এটি অন্তত চুলের পেকে যাওয়া কমাতে পারে বা তার অগ্রগতি বন্ধ করতে সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি আমরা অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের মতো বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করি।'

তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিচ্ছেন যে পাকা চুলের সমস্যা দূর করার কোনো সার্বজনীন প্রমাণিত প্রতিকার নেই। মিস মার্লো বলেন, তার ডায়েট পরিবর্তন এবং ভারী ধাতুযুক্ত খাবার কমানোর পর সে তার ধূসর চুলের কিছু অংশে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেন, যেকোনো পরিবর্তন দেখতে কমপক্ষে তিন মাস সময় লেগেছে, যদিও তিনি এখনো তার সব পাকা চুল আগের অবস্থায় ফেরাতে সক্ষম হননি। ফলমূল ও সবজিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও সুপারিশ করা হয়, যা ফ্রি র‍্যাডিক্যাল নিরপেক্ষ করতে সাহায্য করে। এই অণুগুলো অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি করে, যা ডিএনএ ক্ষতি করতে পারে এবং চুল পড়া ও অকালে চুল পেকে যাওয়ার কারণ হতে পারে। 'সিগারেটের ধোঁয়া, মানসিক চাপ, অতিরিক্ত মদপান কিংবা এমন এলাকায় থাকা যেখানে দূষণ বেশিএসবও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণ হতে পারে,' বলেন ডা. মেজহের। গত বছর সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মিস মার্লো বলেন, তিনি যখন তার রুটিন বন্ধ করেছিলেন, তখন আরো কিছু সাদা চুল দেখা দেয়। অ্যাশলের জন্য, ডায়েট তার জেনেটিক কোড পরিবর্তন করতে পারত না, কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে।

তার রূপালি চুল এখন তার পরিচয়ের অংশ এবং তিনি অনলাইনে এমন একটি কমিউনিটি তৈরি করেছেন যেখানে তরুণরা সৌন্দর্য এবং বয়স সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করছেন। 'যখন আমি টিকটক ও ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করতে শুরু করি, তখন দেখলাম আমার বয়সের অনেক নারীর পাকা চুল গজাচ্ছে,' বলেন অ্যাশলে। 'আমি আশা করি, আরও অনেক নারীকে তাদের পাকা চুলকে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারব। সাদা চুল কুৎসিত, সাদা চুল বয়সের লক্ষণএসব বলার বদলে আমরা বলতে পারি, না, সাদা চুল শক্তিশালী, সাদা চুল আপনার অনন্য স্বাতন্ত্র্য।'

পেশি না হারিয়ে ওজন কমাবেন যেভাবে

জিউলিয়া গ্রাঙ্কি

অনেকের জন্যই ওজন কমানো বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। ওজন কমানোর ক্ষেত্রে বড় বিষয় হলো, আমরা যতটুকু খাই, তার চেয়ে বেশি ক্যালরি পোড়ানো। 'এতে করে শরীর তার জমানো শক্তির ভান্ডারকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করবে, প্রধানত শরীরের চর্বি,' বলছেন ব্রাজিলের সাও পাওলোতে প্রাইভেট নোভি দি জুলহো হাসপাতালে ক্রীড়া-চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত পাবলিয়ুস ব্রাগা। আদর্শগতভাবে, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে শরীরে ক্যালরি ঘাটতি হওয়া উচিৎ। তবে ক্যালরি কতটা কমানো হচ্ছে এবং খাদ্যের গুণমান কেমন, তার ওপর নির্ভর করে শুধু শরীরের চর্বি নয়, মাংসপেশিও হারাতে হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, শরীরে অতিরিক্ত চর্বি থাকা যেমন ক্ষতিকর, তেমনি মাংসপেশি কম থাকাটাও একই রকমভাবে ক্ষতিকর। কারণ মাংসপেশি কমে গেলে শরীরের বিপাকক্রিয়া কমে যায়, শরীর চর্বি পোড়াতে কম দক্ষ হয়ে পড়ে এবং ত্বক ঝুলে পড়ার প্রবণতা বাড়ে। এছাড়া, মাংসপেশি কমে যাওয়া মানে শরীরের শক্তি ও সহনশীলতা কমে যাওয়া। এটি দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, ওজন ধরে রাখা কঠিন করে তোলে বা ওজন কমা-বাড়ার ঝুঁকি থাকে। 'তাই, ওজন কমানো মানে শুধু দাঁড়িপাল্লার সংখ্যাটা কমানো নয়। বরং, শরীরের কার্যকর ও মূল্যবান অংশ, অর্থাৎ মাংসপেশি ধরে রাখা,' বলছেন সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউএসপি) এন্ডোক্রিনোলজিতে পি এইচ ডি করা বিপাক বিশেষজ্ঞ এলেইন দিয়াস। শরীরে যখন ক্যালরি ঘাটতি দেখা দেয়, তখন শরীর এই বিষয়টিকে শক্তির অভাব হিসেবে দেখে এবং প্রতিরক্ষা হিসেবে সে তখন শক্তি সাশ্রয় করা শুরু করে, জানান তিনি। 'যেহেতু পেশি এমন এক ধরনের টিস্যু যে বিশ্রামের সময়ও সবচেয়ে বেশি শক্তি খরচ করে। তাই, ক্যালরির অভাব হলে সে এটিকে "বিলাসিতা" হিসেবে দেখে। যেমন, কোনো কোম্পানি আর্থিক সংকটে পড়লে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিভাগগুলো বাদ দিয়ে খরচ কমানো হয়।' 'প্রায় ৭০ শতাংশ

মাংসপেশি পানি দিয়ে গঠিত, তাই এগুলোকে সঠিকভাবে সচল রাখার জন্য পর্যাপ্ত পানি পান করাটা অপরিহার্য। অর্থাৎ, প্রতি কেজি ওজনের জন্য দৈনিক ৩০ থেকে ৪০ মিলিলিটার জল পান করা প্রয়োজন। কোষের কার্যক্রম ও পেশি পুনর্গঠনের জন্যও পানি গুরুত্বপূর্ণ। মাংসপেশি ডিহাইড্রেটেড হলে আকার ও দক্ষতা দুটোই কমে যায়,' বলেন দিয়াস। পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস নিউট্রিশন সোসাইটির মতে, পেশি গঠন ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাথে লীন মাস ধরে রাখতে প্রাপ্তবয়স্কদের দৈনিক প্রতি কেজি ওজনের জন্য এক দশমিক চার থেকে দুই গ্রাম পরিমাণ প্রোটিন গ্রহণ করা উচিৎ। অর্থাৎ, ৭০ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির দিনে ৯৮ থেকে ১৪০ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, ক্যালরি ঘাটতি যেন মাঝারি মাত্রায় হয়। এলেইন দিয়াসের মতে, 'প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৫০০ ক্যালরি ঘাটতি সাধারণত আদর্শ। অতিরিক্ত হলে শরীর মাংসপেশি পোড়ানো শুরু করতে পারে। বড় ঘাটতি ইয়ো-ইয়ো ডায়েটিংয়ের ঝুঁকিও বাড়ায়, কারণ মাংসপেশি কমে গেলে বিপাকক্রিয়া ধীর হয়,' বলেন দিয়াস। মহিলাদের ক্ষেত্রে, যাদের সাধারণত বিশ্রামের সময়ের ক্যালোরি খরচের হার ও মাংসপেশি তুলনামূলক কম, আরও সতর্ক থাকা উচিৎ বলে জানিয়েছেন তিনি। 'এই ক্ষেত্রে ৫০০ ক্যালরি ঘাটতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কঠিন হতে পারে, তাই প্রায় ৩০০ ক্যালরি কমিয়ে শুরু করা যায়,' পরামর্শ দেন দিয়াস। তার সাথে একমত ক্রীড়া-চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত পাবলিয়ুস ব্রাগা। তিনি বলেন, 'নিরাপদ সীমা আছে, কিন্তু সঠিক ভারসাম্য জরুরি। বিশেষত প্রোটিনের ক্ষেত্রে।'

'প্রতি বেলার খাবারের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ যেন প্রোটিন উৎস থেকে আসে,' তিনি জানান। নড়াচড়া শুধু ক্যালোরি পোড়ানোর জন্য নয় ওজন কমানোর ক্ষেত্রে পুষ্টির পাশাপাশি শারীরিক ক্রিয়াকলাপ একটি বড় ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে, মাংসপেশি ধরে রাখার ক্ষেত্রে এটি মূল ভূমিকা পালন করে। চর্বি কমানোর পাশাপাশি যদি পেশি বাড়ানোটাও লক্ষ্য হয়, তাহলে ব্যায়ামের ধরনও গুরুত্বপূর্ণ।

দিয়াস বলেন, 'স্ট্রেংথ ট্রেনিং, মাংসপেশি ধরে রাখতে, এমনকি বাড়াতেও সাহায্য করে।' তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, শরীর সাধারণত এক সময়ে যেকোনো একটি বিষয়ে মনোযোগ দেয়। হয় চর্বি কমানো বা পেশি বাড়ানো। চর্বি কমাতে ক্যালোরি ঘাটতি লাগে, আর পেশি বাড়াতে ক্যালোরি অতিরিক্ত লাগে। 'তবে কিছু ক্ষেত্রে, এমনকি মেনোপজ-পরবর্তী মহিলাদের ক্ষেত্রেও, যদি পরিকল্পিতভাবে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করা হয়, তাহলে এক সাথে দু'টো লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব।'

স্বাস্থ্য বিষয়ক আরো খবর---তিনি আরও বলেন, 'মেনোপজের পর হরমোন ও বিপাকীয় পরিবর্তনের কারণে মাংসপেশি ধরে রাখা ও চর্বি প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে।' ব্যায়ামের পরিকল্পনায় স্ট্রেংথ ট্রেনিং রাখাটা সমস্যা সমাধানের মূল মন্ত্র। এটি মাংসপেশি দীর্ঘমেয়াদে স্থূলতা, টাইপ টু ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের মতো সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে যেগুলো বয়সের সাথে সাথে বেশি দেখা যায়। 'তাই নিরাপদ বার্ধক্যের জন্য মাংসপেশি অপরিহার্য। এটি একটি অন্তঃস্রাব অঙ্গ হিসেবে কাজ করে, আইরিসিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ হরমোন উৎপাদন করে, যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং আলঝেইমার, পারকিনসনের মতো নানা রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে,' তিনি বলেন। মাংসপেশি ধরে রাখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানসিক সুস্থতা। 'ওজন কমানো ও শারীরিক গঠন উন্নত করার যাত্রা যেন বাড়তি মানসিক চাপ না সৃষ্টি করে। কেউ যদি অতিরিক্ত আত্মসমালোচনামূলক বা আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে উল্টো নিজের স্বাস্থ্যের আরও ক্ষতি করতে পারে,' সতর্ক করেন ব্রাগা।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, পরিকল্পনাটি অবশ্যই ব্যক্তির বাস্তবতার সাথে মানানসই হতে হবে। 'ব্যায়ামের সময়সূচি, কাজের রুটিন, বিশ্রামের সময় সবকিছু যেন দৈনন্দিন জীবনের সাথে খাপ খায়। ফলাফল যেন জীবনের মান বজায় রেখে আসে। সেটাই আসল লক্ষ্য।'

শনিবার আগরতলায় বিজেপির এক যোগদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

পঙ্কজ চৌধুরীকে উত্তরপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি হিসেবে নিয়োগের সম্ভাবনা, ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রতি দলীয় দৃষ্টি

লখনউ, ১৩ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের বিজেপির পরবর্তী সভাপতি হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরীর নাম ঘোষণা হতে পারে, যা দলের ওবিসি(অন্য পৃষ্ঠভূমি শ্রেণী) সম্প্রদায়ের প্রতি নিকটবর্তী দৃষ্টির অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। দলের সূত্রে জানা গেছে, এই পদে তাঁর নির্বাচন অবিচ্ছিন্নভাবে হবে এবং আজ, রবিবার, এই ঘোষণা করা হতে পারে।

পঙ্কজ চৌধুরী, যিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে কর্মরত, সম্ভবত উত্তরপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি পদে নিযুক্ত হবেন। এর আগে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বি.এল. ভার্মা এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য নীরঞ্জন জ্যোতিসহ কিছু অন্যান্য নামও এই পদে আলোচনায় ছিল, তবে এখন এই পদে অন্য কোন প্রার্থী আসার সম্ভাবনা কম বলে দলীয় সূত্রের খবর।

রবিবার দুপুরে লখনউয়ে এক দলীয় অনুষ্ঠানে নতুন সভাপতির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হতে পারে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের মতো জাতীয় পরিষদের সদস্যদের নামও ঘোষণা হতে পারে।

পঙ্কজ চৌধুরী শনিবার লখনউ পৌঁছান এবং সরাসরি বিজেপির রাজ্য দপ্তরে গিয়ে রাজ্য সভাপতি পদের জন্য তাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। যদি অন্য কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল না করেন, তবে আজ বিকেলে একটি অনানুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে। চৌধুরীর রাজনৈতিক ঘাঁটি মাহারাজগঞ্জ থেকে অনেক সমর্থক আগে থেকেই লখনউ পৌঁছেছেন। তারা বিমানবন্দর এবং দপ্তরের আশেপাশে উপস্থিত ছিলেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথসহ দলের শীর্ষ নেতারা পঙ্কজ চৌধুরীকে প্রস্তাব করেছেন। তাদের মধ্যে উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য, ব্রজেশ পাঠক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, প্রাক্তন রাজ্য বিজেপির সভাপতি স্বাধীন দেব সিং, শীর্ষ নেতা সূর্য্যপ্রতাপ শাহী, সুরেশ খন্না এবং প্রাক্তন রাজ্যপাল বেবি রানি মৌর্য্য সহ অনেকেই রয়েছেন। এই ব্যাপক প্রস্তাবকারী সমর্থন দলের মধ্যে তার শক্তিশালী সংগঠনিক পটভূমির প্রমাণ।

পঙ্কজ চৌধুরী, যিনি সাতবারের সংসদ সদস্য এবং ওবিসি কুর্মি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, বিজেপির'র ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ওবিসি ভোটারদের মধ্যে কিছু অসন্তোষ দেখা দেওয়ার পর, এই নেতৃত্ব পরিবর্তনকে সেই অনুভূতির প্রতিকার হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তবে, রাজনৈতিক আলোচনায় উঠেছে যে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং প্রস্তাবিত রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী দুজনেই পূর্ব উত্তরপ্রদেশের পার্শবর্তী জেলা গোরখপুর এবং মাহারাজগঞ্জ থেকে আসছেন, যা কিছু রাজনৈতিক সংশয়ের জন্ম দিয়েছে।

এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি থাকলেও, মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর এই বিষয়টির প্রতি নিশ্চিতকরণের আশাবাদ রয়েছে।

ডিজিসিএর বড় পদক্ষেপ: ইন্ডিগোর ফ্লাইট পরিষেবা বিপর্যয়ের পর ৪ ফ্লাইট অপারেশনস ইন্সপেক্টর বরখাস্ত

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগোতে গত কয়েকদিনে ব্যাপক ফ্লাইট পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার পর, ভারতীয় বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ) তার চারজন ফ্লাইট অপারেশনস ইন্সপেক্টরকে বরখাস্ত করেছে। এই পদক্ষেপটি ইন্ডিগোর ফ্লাইট বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া হয়েছে, যদিও ডিজিসিএ বরখাস্তের জন্য কোন নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করেনি।

এই চার অপারেশনস ইন্সপেক্টর ইন্ডিগোর ফ্লাইট অপারেশনস তদারকি করার দায়িত্বে ছিলেন এবং তাদের কাজ ছিল বিমান চলাচলের নিরাপত্তা এবং অপারেশনাল সম্মতির বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা। ডিজিসিএ এর পদক্ষেপ এমন সময় এসেছে যখন ইন্ডিগোতে কর্মী সঙ্কট এবং অন্যান্য পরিচালনাগত সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

এদিকে, ডিজিসিএ ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স-কে তলব করে। তাকে আগামী দু''দিনের মধ্যে ডিজিসিএ কর্তৃক গঠিত চার সদস্যের উচ্চ-পর্যায়ের কমিটির সামনে হাজির হয়ে ইন্ডিগোর পরিষেবা পুনরুদ্ধার এবং কর্মী সংকটের কারণে হওয়া পরিচালনাগত বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। এই কমিটির দায়িত্ব হবে ইন্ডিগো বিপর্যয়ের মূল কারণগুলি চিহ্নিত করা।

গত সপ্তাহে ইন্ডিগোর বিপর্যয়ের কারণে দেশজুড়ে কয়েক হাজার ফ্লাইট বাতিল হয় এবং লক্ষ লক্ষ যাত্রী বিপাকে পড়েন। দেশের অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলে ইন্ডিগোর বাজার শেয়ার প্রায় ৬৫u, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ এখন বাতিল হওয়া ফ্লাইটের যাত্রীদের অপারেশনস এবং অর্থ ফেরতের বিষয়টি ডিজিসিএর তত্ত্বাবধানে পর্যবেক্ষণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তদারকি বাড়ানো হয়েছে এবং ডিজিসিএ কর্মকর্তাদের দৈনিক রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিগো দীর্ঘদিন ধরেই কর্মী সংকটে ভুগছে এবং নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর, ক্রু রোস্টার পুনর্বিন্যাসে সমস্যা তৈরি হয়। ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া নতুন এই নিয়মের কারণে বিমানের কর্মী সঙ্কট আরও প্রকট হয়ে ওঠে। বিশেষত, এই বিপর্যয়ের কেন্দ্রে ছিল সংশোধিত ক্রু বিশ্রাম এবং ডিউটি নিয়মাবলি, যা ইন্ডিগোকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে বাধা তৈরি করেছিল।

যদিও গত সপ্তাহে ইন্ডিগোর অন-টাইম পারফরম্যান্স (ওটিপি) মাত্র ৩০u-এর নিচে নেমে গিয়েছিল, গত দু''দিনে তা উন্নতি করে ৯২u-এর উপরে ফিরে এসেছে। তবে, ৫ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ ফ্লাইট বাতিলের সংখ্যা ছিল ১,০০০-এরও বেশি, যা পুরো বিমান চলাচলের পরিবেশে চরম অস্থিরতা তৈরি করেছিল।

এদিকে, কেন্দ্রের নির্দেশনায় ইন্ডিগো তার ফ্লাইটের সংখ্যা ১০u কমাতে বাধ্য হয়েছে, কারণ এটি কার্যক্রম পুনরায় স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।

চতুর্থ লোক আদালত অনুষ্ঠিত নিষ্পত্তি হয়

● প্রথম পাতার পর

ও মহকুমা আদালত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত লোক আদালতে মোট ৩৪,৭০৯টি মামলা শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য আদালতে উঠে আজ। হাইকোর্ট ও সমস্ত জেলা ও মহকুমা আদালত গুলিতে আজ অনুষ্ঠিত হয় লোক আদালত। লোক আদালতে ৬০টি কার্যকরী বেঞ্চে শুনানির জন্য আসা মোট ৩৪,৭০৯টি মামলার মধ্যে রয়েছে মোটর দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণের ৩৩৭টি মামলা, ২২৬টি বৈবাহিক বিরোধের মামলা, ব্যাংক ঋণ পরিশোধের ৪২৫৫টি মামলা, বিরোধপূর্ণ বিএসএনএল বিলের ১৩৬১টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত ৪০টি মামলা, দেওয়ানি বিরোধের ৪৯টি মামলা, জমি ১টি মামলা, টিএসইসি প্রকৃতির গর না, ৭টি জিসি মামলা, পরিষেবা সংক্রান্ত ১০টি। মোট ২৮,৪১৯টি সালিশযোগ্য ফৌজদারি মামলা (এমবি আইন, টিপি আইন, টিজি আইন এবং আবগারি আইন) শুনানি এবং নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হয়। ত্রিপুরা হাইকোর্ট বেঞ্চে ২৩টি মামলা শুনানি এবং নিষ্পত্তির জন্য উঠে।

পৃষ্ঠা প্রমুখরা বিজেপির মেরুদন্ড ঃ রতন

● প্রথম পাতার পর

পরিশ্রম, অন্তর্দৃষ্টি এবং নিবেদন আমাদের অনুপ্রাণিত করে আরও শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য। তাদের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি এবং সম্মান শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় নয়, সারাবছর আমাদের দায়িত্ব।

সম্মেলনে রাজ্যের এবং স্থানীয় বিজেপি নেতাদেরও উপস্থিতি থাকবে, যাদের মধ্যে রয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ও সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও (পশ্চিম ত্রিপুরা) সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, রাজ্য বিজেপি ইন-চার্জ ডঃ রাজদীপ রায়, বিধায়ক ও রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস, রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত, বিজেপি সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, বিধায়ক ও যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেব, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভাপতি মিমি মজুমদার, ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি মলিনা দেবনাথ, কিষান মোর্চার রাজ্য সভাপতি প্রদীপ বরন রায়, মাইনোরিটি মোর্চার রাজ্য সভাপতি বিল্লাল মিয়া। এছাড়াও মোহনপুর মণ্ডল কমিটি উপস্থিত থাকবেন, যা এই সম্মেলনকে বিজেপি নেতাদের ও কর্মীদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় মিলনমেলা করে তুলবে।

১২ লাখের ইয়াবা সহ

● প্রথম পাতার পর

ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযানের মাধ্যমে স্থানীয় মাদক চক্রে গুরুত্বপূর্ণ ধাক্কা দিয়েছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, মাদক পরিবেশনার সঙ্গে জড়িত অন্য সদস্যদের শনাক্তের জন্য তদন্ত চলছে এবং অপরাধী চক্রকে ভাঙতে প্রতিনিয়ত অভিযান চলবে।

কেরালার স্থানীয় বডি নির্বাচনে এলডিএফের

● প্রথম পাতার পর

ইউডিএফের ছিল ১০টি। তবে এবারের নির্বাচনে, যেখানে মোট ১০১টি আসন, সেখানে এনডিএ জিতেছে ৫০টি, এলডিএফ ২৯টি এবং ইউডিএফ ১৯টি, বাকি দুটি আসন গেছে স্বতন্ত্রদের কাছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার তার এক পোস্টে এই ফলাফলকে 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করেন এবং এটি বিজেপি কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফল বলে দাবি করেন। 'থিরুভানন্তপুরমে বিজেপি-এনডিএর ম্যান্ডেট কেরালার রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক,' তিনি লেখেন।

কেরালা বিজেপির সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখর বলেন, 'এটি এলডিএফের জন্য "গেম ওভার"। আমাদের লক্ষ্য "উন্নত কেরালা", এবং বিজেপির কেরালা শাখা একটি স্পষ্ট বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ২৫ শতাংশ ভোট শেয়ার লক্ষ্য করেছিলাম, এবং এখন আত্মবিশ্বাসী যে আমরা অন্তত ২০ শতাংশ পেরিয়ে যাব।'

বিজেপি পলক্কাড পৌরসভায় তৃতীয় বারের মতো জয়ী হয়েছে এবং ট্রিপুনিতুর পৌরসভায় এলডিএফকে পরাজিত করে ২১টি আসন জিতেছে, যেখানে শাসক জোটের ছিল ২০টি আসন। থিরুভানন্তপুরমে ইউডিএফের বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে শশী থারুর, যাকে তার দলের সদস্যরা বিজেপি এবং মোদির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সমালোচনা করেছেন, বিজেপির থিরুভানন্তপুরমে বিজয়কেও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এটি কেরালার রাজনৈতিক পর ল্যান্ডস্কেপে একটি পরিবর্তন সূচিত করেছে।'একটি বিশাল অভিনন্দন গড্ডঙ্গচজ্ত্রন্থনথ কে বিভিন্ন স্থানীয় বোডিতে একটি সত্যিই চমতার জয়ের জন্য! এটি একটি বড় সমর্থন এবং রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটি শক্তিশালী সংকেত,' তিনি এক পোস্টে লেখেন।

তিনি আরও বলেন, 'আমি থিরুভানন্তপুরমে বিজেপির ঐতিহাসিক পারফরম্যান্সকেও স্বীকার করতে চাই এবং শহর কর্পোরেশনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের জন্য বিনম্র অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটি একটি শক্তিশালী ফলাফল, যা শহরের রাজনৈতিক পর ল্যান্ডস্কেপে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চিহ্নিত করে।'

তিনি যোগ করেন, 'এটি গণতন্ত্রের সৌন্দর্য্য। মানুষের রায়কে সম্মান জানানো উচিত, তা ইউডিএফের জন্য হোক বা বিজেপির জন্য আমার নির্বাচনী এলাকায়।'

এ নির্বাচনের ফলাফল কেরালার রাজনৈতিক দৃশ্যপটে এক বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে বিজেপি তার অবস্থান আরও শক্তিশালী করেছে, এলডিএফের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মেসির দেখা মিলেনি

● প্রথম পাতার পর

নিজের একটি মূর্তি উন্মোচন করেন এবং তারপর সল্ট লেক স্টেডিয়ামে পৌঁছান। যেখানে হাজার হাজার ভক্ত তার প্রিয় ফুটবল আইকনকে এক নজর দেখতে এসেছিলেন। তবে, মেসির উপস্থিতির পরও, ভিড়ের মধ্যে তাকে একটুও দেখতে পেলেন না অনেকেই। যার ফলে ক্ষুব্ধ ভক্তরা বিক্ষোভ শুরু করেন এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আওয়াজ তোলেন। কিছু দর্শক চেয়ার ও বোতল মাঠে ছুঁড়ে ফেলেন।

এরই ভক্তদের ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে এবং স্টেডিয়ামের অবকাঠামোতে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে, অনেকেই মাঠে ঢুকে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ও রায়ট কন্টোল ফোর্সকেও মাঠে নামাতে হয়। মেসির স্টেডিয়ামের মধ্যে সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি শেষ করে তাকে দ্রুত আয়োজকদের মাধ্যমে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

শনিবার সকাল ১১:৩০ মিনিটে মেসির গাড়ি যুবভারতী স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতেই, তাঁর পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মন্ত্রীদের এক বিশাল দল। মেসিকে ঘিরে ধরা হয় প্রায় ৭০-৮০ জন মানুষ, যার ফলে গ্যালারি থেকে তাঁকে দেখা কার্য্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। মেসির আগমনে উচ্ছ্বসিত দর্শকরা যদিও তিনটি জায়ান্ট স্ক্রিনের উপর নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু তাদেরও হতাশ হতে হয়।

স্টেডিয়ামে ঢোকার পর থেকেই মেসির চারপাশে ছিল বিশাল ভিড়। মন্ত্রী ও কর্তা ব্যক্তিরা মেসিকে ঘিরে রাখায়, তাঁর সাথে লুইস সুয়ারেজ এবং রদ্রিগো ডি'পলকেও দেখা যায়নি। স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে থাকা টিকিটধারী ফুটবলপ্রেমীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। 'উই ওয়ান্ট মেসি' স্লোগান দিতে শুরু করেন তাঁরা, এবং পরে বোতল এবং চেয়ার ছুড়ে ফেলেন মাঠে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, মাঠে ঢুকে পড়েন দর্শকরা, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী দিশাহারা হয়ে পড়ে।

ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং আয়োজক শতদ্রু দত্ত মাইক্রোফোনে ঘোষণা করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেন না। ১৬-১৭ মিনিট মাঠে থাকার পর, মেসিকে স্টেডিয়াম থেকে বের করে নেওয়া হয়, এবং তার আগেই মাঠে পৌঁছাননি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহরুখ খান বা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

মেসি যখন মাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মাঠে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। টিকিট কেটে স্টেডিয়ামে আসা ফুটবলপ্রেমীরা ক্ষুব্ধ হয়ে গ্যালারির হোর্ডিং ভাঙচুর করেন এবং চেয়ার ছুড়ে ফেলেন মাঠে। মাঠে বোতল পড়ে এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যে দর্শকরা ফেন্সিংয়ের গেট ভেঙে মাঠে প্রবেশ করেন। পুলিশ লাঠিচার্জ করলেও, তাদের আয়োজিত নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে জনতাকে ফেরানো সম্ভব হয়নি। যুবভারতী স্টেডিয়ামে অন্তত দুই হাজারেরও বেশি মানুষ মাঠে ঢুকে পড়ে। সেখানে অনেকেই সেলফি তুলছিলেন, কিছু জন ফাঁকা মাঠে নানা অঙ্গভঙ্গি করে আনন্দ করছিলেন, আর কিছু দর্শক গেরুয়া পতাকা হাতে মাঠে নাচছিলেন। প্রায় পঁচিশ মিনিটের মধ্যে, পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।

এই ঘটনার ফলে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, মেসিকে দর্শকদের সামনে প্রদর্শনের জন্য কোনও পরিকল্পনাই ছিল না। অনেকের মতে, মেসিকে কিছু নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে মাঠে সঠিকভাবে ঘোরানো গেলে সবাই তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আয়োজনের মধ্যে পরিকল্পনাহীনতার ছাপ ছিল। সব মিলিয়ে, মেসির সফর কলকাতার জন্য এক লজ্জাজনক মুহূর্ত হিসেবে রয়ে গেল।

কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির উপস্থিতি নিয়ে ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খলায় গভীরভাবে হতাশা ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মেসি এবং ক্রীড়া প্রেমীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এটি একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

মুখ্যমন্ত্রী এক্স-এ একটি পোস্ট করে জানান, আমি হাজার হাজার ফুটবল প্রেমী নিয়ে বিদ্বেষমূলক পরিস্থিতি অবলোকন করার সময় সল্টলেক স্টেডিয়ামে অরাজকতার খবর পাই। আমি এই বিশৃঙ্খলার জন্য গভীরভাবে শকড এবং দুঃখিত। আমি লিওনেল মেসি এবং সমস্ত স্পোর্টস প্রেমীদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

এছাড়া, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উচ্চ-স্তরের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন, যার নেতৃত্বে থাকবেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশিম কুমার রায়। কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (গৃহ ও পাহাড় বিষয়ক)। তদন্ত কমিটিকে পুরো ঘটনা বিশদভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে কার্য্যকর পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।

মেসির ইভেন্টে বিশৃঙ্খলার পর বিজেপি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছে। তারা অভিযোগ করেছে যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার খেলার ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী ফুটবল সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইভেন্টের বিশৃঙ্খলার পর বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বিশ্বমঞ্চে অপমান' জানিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে। বিজেপির মুখপাত্র শহজাদ পুণাওয়ালা বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্টও সঠিকভাবে আয়োজন করতে পারেননি।' বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখা এক্স-এ একটি পোস্ট করে জানায়, "ফুটবল ছিল বাংলার অন্যতম সাংস্কৃতিক পরিচয়। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। মেসি যখন ফুটবল শহরে আসেন, তখন তা সম্পূর্ণ অরাজকতার মধ্যে পরিণত হয়। এটি কি বাংলার ফুটবল সংস্কৃতির ধ্বংসের পরিকল্পনা?"

এছাড়া, বিজেপির জাতীয় আইটি প্রধান অমিত মালভিয়া এক্স-এ একটি পোস্টে অভিযোগ করেন যে মেসিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কলকাতায় আনা হয়েছে এবং মেসির পক্ষে কোনও স্থায়ী অনুষ্ঠান না হওয়ায় দর্শকরা ক্ষুব্ধ হয়ে স্টেডিয়ামের গেট ভেঙে এবং চেয়ার ভাঙচুর করেছে। তিনি বলেন, "যদিও বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু এটি একটি বড় দুর্নীতি। মেসি এসেছিলেন, কিন্তু তাকে অনুষ্ঠান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।" মালভিয়া রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পদত্যাগের দাবি করেছেন। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আয়োজকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন এবং টিকিটের টাকা ফেরত দেয়ার আদেশ দেন। তিনি মেসি এবং তার ভক্তদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং শাস্তি হিসেবে আয়োজক শতদ্রু দত্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

চাকরি দেওয়ার

● প্রথম পাতার পর

তাঁর ছেলে রাকেশ নোয়াতিয়াকে ফুড দপ্তরে চাকরি করে দেওয়ার নাম করে রতি রঞ্জন ত্রিপুরা ৫৫ হাজার টাকা নেন। পাশাপাশি গাড়ি ভাড়া বাবদ আরও ৫ হাজার টাকা আদায় করা হয় বলেও অভিযোগ।

অরুণ নোয়াতিয়ার দাবি, দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরও তাঁর ছেলের চাকরি না হওয়ায় টাকা ফেরত চাইতে গেলে অভিযুক্ত শুধু তারিখের পর তারিখ দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত টাকা না পেয়ে বাধ্য হয়ে তিনি সাংবাদিকদের দ্বারস্থ হন।

তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, অভিযুক্ত রতি রঞ্জন ত্রিপুরার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। জানা গেছে, ভুক্তভোগীরা শীঘ্রই তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করতে চলেছেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, চাকরি দেওয়ার নামে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা আত্মসাৎ করে বর্তমানে রতি রঞ্জন ত্রিপুরা অস্বাভাবিকভাবে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে উঠেছেন। বিজেপির বদনাম ও মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ে সম্প্রতি তিনি তিপরা মথা দলে যোগ দিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগীদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে নতুন দলের নাম ব্যবহার করেও তিনি একই ধরনের দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ড চালাতে পারেন। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত রতি রঞ্জন ত্রিপুরার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জনজাতিদের ভোটের

● প্রথম পাতার পর

করান সেভাবেই আমরা কাজ করি। অপারেশন সিঁদুরের সময়ে নিউ ইন্ডিয়ার কথা বলেছিলেন তিনি। সেভাবে আমরাও আগামীদিনে নিউ ত্রিপুরা গড়ে তুলবো। থানসা, থানসা, থানসা। থানসার অর্থ হচ্ছে জাতি, জনজাতি, মণিপুরী, সংখ্যালঘু। আর এই থানসার মাধ্যমে আমরা একটা নতুন ত্রিপুরা গড়ে তুলতে চাই।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছি। আমরা সম্মান দিতে জানি। এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য রাজন্য পরিবার থেকে যারা কাজ করে গেছেন তাদের সম্মান দিয়েছি আমরা। ভারতীয় জনতা পার্টি গুন্ডার পার্টি নয়। ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের জন্য কাজ করার একটা পার্টি। আমরা দেখেছি এরআগে সিপিএম যে কায়দায় গায়ের জোরে কাজ করেছে এখন অনেক পার্টি সেটা অনুকরণ করছে। তারআগেও অনেক পার্টি ছিল। এভাবে ৫ বছর অন্তর অন্তর নতুন নতুন পার্টি হয়। কিন্তু আসলে কেউ জনজাতিদের কথা চিন্তা করে না। জনজাতিদের উন্নয়নে যা যা করার সেটা করবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ডাবল ইঞ্জিন সরকার। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনজাতিদের জন্য একের পর এক কাজ করে যাচ্ছেন। এসব বুঝতে হবে আমাদের।

সভায় তাঁর বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এখনো অনেকে ভুলপথে পরিচালিত হচ্ছে। তাই আমি এখনো বলবো যারা এখনো বিভিন্ন চিন্তাধারায় বিভিন্ন প্রলোভনের মাধ্যমে ভুল বার্তা শুনছে তারা যেন সেই পথে না চলে। এখনো সময় আছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। আজ এখানে যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করতে এসেছেন তারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্যকে শক্তিশালী করতে হলে, দেশকে শক্তিশালী করতে হলে ভারতীয় জনতা পার্টির উপর ভরসা করতে হবে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এখন দেশ একজন নির্ভরযোগ্য মানুষের হাতে গেছে। এই ভারত আবারো জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে। আর ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হয়েছে। কিন্তু অনেকে বলেন যে ২০২৩ এ আমরা যদি বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থী না দিতাম তবে বর্তমান সরকার গঠন হতো না। তাই আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে ২০১৮তে আপনারা কোথায় ছিলেন? তখন তো আপনাদের দেখা যায় নি। যখন এডিসি নির্বাচনের ঘণ্টা বাজবে তখন আজকের চাইতেও বড় ব্যান্ড, বড় সভা এডিসি নির্বাচনের পরে খুমুলুঙ এ করা হবে। আর আমরা দেখিয়ে দেবো জনজাতিদের জন্য কি করতে পারি। ডাঃ সাহা বলেন যে কিসব কথা বলছেন? যখন তখন আবোল তাবোল যা খুশি বলছেন। এসব কিছু মানুষ বুঝতে পারছে এখন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, তপশিলি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, ভারতীয় জনতা পার্টির সহ সভাপতি তথা এডিসি সদস্য বিমল চাকমা, সহ সভাপতি সুবল ভৌমিক, বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা সহ দলের অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিন এই সভায় ১,৭০৬ পরিবারের মোট ৫,০৫০ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। তাদের দলে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী, প্রদেশ সভাপতি সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

রেগা প্রকল্প থেকে মহাত্মা

● প্রথম পাতার পর

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে আরও কমে ৮৫ হাজার ৮৩৯ কোটি টাকা। এর ফলে দেশে গড়ে রেগার কাজ নেমে এসেছে বছরে মাত্র ৪০—৪২ দিনে। আমাদের রাজ্যে তা আরও কমে ৩২—৩৪ দিনে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রের কাছে এখনও প্রায় ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা বকেয়া মজুরি আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ।

প্রদেশ কংগ্রেসের মতে, মজুরি বৃদ্ধি বা বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট ঘোষণা না রেখে শুধু নাম পরিবর্তন ও বছরে ১২৫ দিনের কাজের কথা বলা আসলে 'শুভঙ্করের ফাঁকি'যার মাধ্যমে মোদি সরকারের ধারাবাহিক প্রতারণাই সামনে আসছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেস রেগা প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। একই সঙ্গে তারা অবিলম্বে রেগা প্রকল্পে পুনরায় মহাত্মা গান্ধীর নাম যুক্ত করা, বছরে অন্তত ২০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করা, ডিজিটাল কারুকার্য্যের নামে তালিকা থেকে বাদ পড়া সব যোগ্য শ্রমিককে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা, রাজ্যের সীমান্তে কাঁটাতারের ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের রেগা তালিকাভুক্ত করা, রাজ্যে দৈনিক ন্যূনতম ৫০০ টাকা মজুরি চালু করা এবং কাজ শেষে দ্রুত প্রকৃত প্রাপকদের মজুরি পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

শনিবার আগরতলায় বিজেপির এক যোগদান শিবিরের আয়োজন মঞ্চে নেতৃত্বরা।

Page 3_5_7.pmd 3 14-12-2025, 01:14

মুনাম্বাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে এনডিএ’’র ঐতিহাসিক জয়: রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজয়ী বিজেপি

মুনাম্বাম, ১৩ ডিসেম্বর : কেরালার মুনাম্বাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে এনডিএ একটি ঐতিহাসিক জয় অর্জন করেছে, যা দীর্ঘদিনের একটি বিতর্কিত জমি নিয়ে সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে ঘটেছে। মুনাম্বাম এলাকায় প্রায় ৫০০ খ্রিষ্টান পরিবার ওয়াকফ বোর্ডের অবৈধ দাবি থেকে তাদের জমি রক্ষার জন্য এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিক্ষোভ করে আসছে।

কেরালা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অনুপ আন্তোনি জোসেফ এই জয়কে ’ঐতিহাসিক’ বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেন, ’মোদী সরকার ও বিজেপি মুনাম্বাম এলাকার মানুষদের ওয়াকফের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমর্থন দিয়েছে, এবং তারা এখন বিজেপিকে তাদের ম্যান্ডেট হিসেবে বেছে নিয়েছে, ’জোসেফ টুইট করেছেন।

আগের নির্বাচনে এই ওয়ার্ডটি কংগ্রেসের হাতে ছিল। তবে, বিজেপির এই জয়ের ফলে ২০২৬ সালের কেরালা বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে এমন একটি রাজ্যে যেখানে বিজেপি এখনও তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

মুনাম্বাম, যা কেরালার এর্নাকুলাম জেলায় অবস্থিত, ওয়াকফ বোর্ডের কাছ থেকে ৪০৪ একর জমির দাবি ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে ২০১৯ সালের পর। এতে প্রায় ৫০০ খ্রিষ্টান পরিবার বসবাস করে, যারা দীর্ঘদিন ধরে ওয়াকফ বোর্ডের জমির ওপর দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে। মুনাম্বাম ল্যান্ড প্রোটেকশন কাউন্সিলের ব্যানারে এসব পরিবার প্রায় ৪০০ দিন ধরে বিক্ষোভ চালাচ্ছে, তাদের জমি রক্ষা ও রাজস্ব অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে।

এর আগে, কেরালা হাইকোর্টে এই জমির ওয়াকফ সত্ত্বা অস্বীকার করে একটি রায় দেওয়া হয়েছিল, যা বিক্ষোভকারীদের জন্য একটি বড় জয় ছিল। তবে, শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট এই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে এবং জমির স্টেটাস কোয়ের আদেশ দিয়েছে।

অন্যদিকে, কংগ্রেস এমপি শশী থারুরের প্রতিনিধিত্ব করা থিরুভানন্তপুরম কর্পোরেশনে বিজেপি শীর্ষে রয়েছে।

মুনাম্বাম এলাকায় জমি সংক্রান্ত এই বিতর্কে কেরালা ওয়াকফ বোর্ডের দাবি ছিল যে ৪০৪ একর জমি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয় ২০১৯ সালে। কিন্তু স্থানীয় খ্রিষ্টান পরিবারগুলো তাদের জমি থেকে উৎখাতের শঙ্কায় বছরের পর বছর বিক্ষোভ করে চলেছে। এই পরিস্থিতি গত বছর কেরালা সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস হওয়ার পর আরও জটিল হয়ে উঠেছে, যা ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা বৃদ্ধি করেছে।

শুরুর দিকে, এই পরিবারগুলো স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দিতে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তবে পরে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এখন, মুনাম্বাম এলাকায় বিজেপির এই জয় কেবল রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণই নয়, এই ফলাফলটি জমি সংক্রান্ত চলমান বিতর্কে নতুন দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কংগ্রেস এগিয়ে, সিপিআই(এম) পেছনে; কেরালার স্থানীয় নির্বাচনে ইউডিএফ-এর দাপট

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : কেরালার ১,১৯৯টি স্থানীয় বডির ভোট গণনা শুরু হওয়ার পর, ইউডিএফ এবং এলডিএফ-এর মধ্যে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাচ্ছে। প্রথম দিকে এলডিএফ কিছু ডিভিশনে এগিয়ে থাকলেও, ইউডিএফ ধীরে ধীরে পেছনে থাকা এলডিএফ-কে ছাড়িয়ে সামনে চলে আসে।

প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) স্থানীয় নির্বাচনে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন এলডিএফকে সামান্য কিন্তু স্পষ্টভাবে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। শহর ও গ্রামীণ উভয় এলাকাতেই বিরোধী শিবিরের এই অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কেরালার ছয়টি পৌর করপোরেশনের মধ্যে ইউডিএফ চারটিতে এগিয়ে, এলডিএফ একটি এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) একটি করপোরেশনে এগিয়ে রয়েছে।

পৌরসভায়, ইউডিএফ ৮৬টি পৌরসভা থেকে ৫৩টিতে এগিয়ে, এলডিএফ ৩০টিতে এবং এনডিএ ১টিতে এগিয়ে রয়েছে।

জেলা পঞ্চায়েত স্তরে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ জমে উঠেছে। ইউডিএফ ১৪টি জেলা পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টিতে এগিয়ে, এলডিএফ ৬টিতে এগিয়ে এবং এনডিএ কোনও জেলা পঞ্চায়েতে এগিয়ে নেই।

ব্লক পঞ্চায়েতে ইউডিএফ ১৫২টি ব্লক পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭৭টিতে এগিয়ে, এলডিএফ ৬৮টিতে এবং এনডিএ কোনও ব্লক পঞ্চায়েতে এগিয়ে নেই।

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে, যেখানে গ্রামীণ মনোভাব বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে, ইউডিএফ ৯৪১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৩৭৮টিতে এগিয়ে, এলডিএফ ৩৭১টিতে এগিয়ে এবং এনডিএ ৩৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এগিয়ে রয়েছে।

এই ফলাফল কংগ্রেসের জন্য একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে কেরালায় যেখানে সিপিআই(এম)-এর আধিপত্য ছিল দীর্ঘকাল।

ভোট গণনা শনিবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়, প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গণনা করা হয় এবং পরে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর ভোট গণনা শুরু হয়। রাজ্যের ১৪টি জেলা কালেক্টরেট এবং ২৪৪টি গণনা কেন্দ্রে ভোট গণনা চলছে।

গণনা প্রক্রিয়া শুরুতে কিছু স্থানীয় কেন্দ্র যেমন তিরুবনন্তপুরম, পালাক্কাড এবং ভদ্রকারায় কিছু সমস্যা দেখানো হয়েছে, তবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে এবং গণনা প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়সূচীতে চলছে।ফলাফল কেরালার ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে একটি বড় ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের এবং পৌর কাউন্সিলরদের শপথ গ্রহণ আগামী ২১ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। পৌর করপোরেশন কাউন্সিলরদের শপথ গ্রহণ একইদিন বিকেল ১১টায় হবে।

বিহারে শিল্প বিনিয়োগে সাড়া, ’’উদ্যোগ বার্তা’’ বৈঠকে ৩২টি নতুন প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : বিহারে শিল্প বিকাশে নতুন সুরাহা আসতে শুরু করেছে। ’’উদ্যোগ বার্তা’’ বৈঠকের দ্বিতীয় দফায় ৩২টি নতুন শিল্প বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা পড়েছে, যা রাজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অভিবাসন কমাতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিহারে শিল্প উন্নয়নে দৃঢ় পদক্ষেপের ইঙ্গিত মিলেছে, যখন দ্বিতীয় ’’উদ্যোগ বার্তা’’ বৈঠকে রাজ্য সরকারকে ৩২টি নতুন শিল্প বিনিয়োগ প্রস্তাব পেশ করা হয়। রাজ্যের প্রধান সচিব প্রতয়য়া অমৃতের নেতৃত্বে এই উদ্যোগটি শিল্প প্রকল্পগুলিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

বৈঠকটি শিল্প প্রতিনিধিরা এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের একত্রিত করেছে, যেখানে বিনিয়োগকারীরা সরাসরি প্রধান সচিবের সঙ্গে আলোচনা করেন। কর্মকর্তারা মনে করছেন, এই ধরনের বৈঠক শিল্পের প্রতি আস্থা বাড়াতে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়া দ্রুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী ছিলেন বিহারের উদ্যোক্তা, যারা রাজ্যে নতুন ইউনিট স্থাপন বা সম্প্রসারণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যার ফলে কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং অভিবাসন কমবে।

প্রস্তাবিত বিনিয়োগগুলি ছয়টি মূল শিল্প ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে, যা বিহারে শিল্পের জন্য ব্যাপক আগ্রহের পরিচয় দেয়। এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ছিল ডেইরি এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প, প্রস্তাবিত বিহার ফিল্ম সিটি, শক্তি সম্পর্কিত পণ্য উৎপাদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালের জন্য আসবাবপত্র ও পরিকাঠামো, চামড়াজাত সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানি এবং চিনির শিল্পের সম্প্রসারণ।

সাভেরা ক্যানসার এবং মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালের রোবোটিক প্রোগ্রামের পরিচালক বিপিন কুমার ঝা রোবোটিক সার্জারি-তে বিনিয়োগের পরিকল্পনা এবং রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলেন, যাতে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা শক্তিশালী করা যায়।

কোকা-কোলার এসএলএমজি-এর পরিচালক সিদ্ধার্থ লাধানি শিল্প পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিহার সরকারের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আশোক লেইল্যান্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট যশপাল সাচার একটি বৈদ্যুতিক বাস উৎপাদন ইউনিট স্থাপন এবং রাজ্যের ’’পিঙ্ক বাস’’ সেবার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে মহিলাদের জন্য ড্রাইভিং স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন।

কিছু বিনিয়োগকারী রপ্তানি এবং আমদানি প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য সরকারের সাহায্য চেয়েছেন।

প্রধান সচিব প্রতয়য়া অমৃত বিনিয়োগকারীদের রাজ্য সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বলেন, শিল্প বিকাশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, বিনিয়োগের সুবিধার্থে প্রয়োজনে নীতিগত পরিবর্তন বিবেচনা করা হবে।

বৈঠকে উপস্থিত কর্মকর্তারা বিনিয়োগকারীদের জমি এবং প্রশাসনিক ক্লিয়ারেন্স সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছিলেন, সেগুলির ওপর তাতণিক নির্দেশনা প্রদান করেন। রাজ্য সরকার ’’উদ্যোগ বার্তা’’ কে একটি একক উইন্ডো প্ল্যাটফর্ম হিসেবে স্থাপন করছে, যাতে বিনিয়োগকারীদের সমস্যা দ্রুত সমাধান করা যায় এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা যায়।

এই বৈঠকের ফলাফল আগামী মাসগুলিতে রাজ্যের শিল্প রোডম্যাপকে প্রভাবিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ’’উদ্যোগ বার্তা’’ বৈঠকের তৃতীয় পর্ব ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে আরও অনেক শিল্প বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

চড়িলাম আনন্দমার্গ স্কুলে উত্তেজনা, দলবল নিয়ে হামলার অভিযোগ

চড়িলাম, ১৩ ডিসেম্বর :চড়িলাম আনন্দমার্গ স্কুলে শনিবার সকালে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের চেয়ারম্যান ননীগোপাল দেবনাথ এবং বহিষ্কৃত ইনচার্জ রাকেশ সরকার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ দলবল নিয়ে চড়িলাম আনন্দমার্গ স্কুলে হানা দেন। অনুমতি না নিয়েই বিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ ও উচ্চবাচ্য শুরু করেন বলে অভিযোগ।

বিদ্যালয়ের এই আচরণে আপত্তি জানিয়ে চড়িলাম আনন্দমার্গ স্কুলের চেয়ারম্যান চন্দন দেবনাথ এবং শিক্ষকরা প্রশ্ন তোলেন, কী কারণে তারা দলবল নিয়ে স্কুলে এসে এমন আচরণ করছেন। এরপরই দু’পক্ষের মধ্যে তীব্র তর্কাতর্কি শুরু হয়, যা পরে হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

জানা গেছে, সম্প্রতি আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে চড়িলাম আনন্দমার্গ স্কুলের ইনচার্জ পদ থেকে রাকেশ সরকারকে সরিয়ে দেয় আনন্দমার্গ সংগঠনের কর্তৃপক্ষ। নতুন ইনচার্জ হিসেবে বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক কৌশিক আচার্যকে নিয়োগ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেই ননীগোপাল দেবনাথ ও রাকেশ সরকার দলবল নিয়ে স্কুলে হামলা চালান বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চড়িলাম বাজার এলাকার বহু মানুষ ও অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশালগড় থানার পুলিশ।

এলাকার অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের অভিযোগ, ননীগোপাল দেবনাথ ও রাকেশ সরকার যদি কোনও অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জড়িয়ে থাকেন, তাহলে স্কুল চলাকালীন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সামনে এমন হাঙ্গামা না করে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের সামনে এই ধরনের হামলা ও বিশৃঙ্খলা স্কুলের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলে মত তাঁদের।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, চড়িলাম আনন্দমার্গ স্কুলকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই একের পর এক সমস্যা চলে আসছে। বিগত প্রায় ২৫ বছরের স্কুল ইতিহাসে কখনও শিক্ষক ও স্কুল কমিটির মধ্যে, কখনও স্কুল কমিটি ও জমির মালিকের মধ্যে, আবার কখনও স্কুল কমিটি ও ইনচার্জের মধ্যে বিবাদ লেগেই রয়েছে।

চড়িলামে দ্বিতীয় কোনও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল না থাকায় বহু অভিভাবক বাধ্য হয়েই তাঁদের সন্তানদের এই আনন্দমার্গ স্কুলে ভর্তি করাতে বাধ্য হচ্ছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। অভিভাবকদের দাবি, দ্রুত স্থায়ী সমাধান না হলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

খোয়াইয়ে অনুষ্ঠিত হলো ২০২৫ সালের সর্বশেষ লোক আদালত, নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রায় ২৭০০ মামলা

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : ২০২৫ সালের সর্বশেষ লোক আদালত আজ অনুষ্ঠিত হলো খোয়াইয়ে। প্রতিবছর নিয়মিতভাবে চারবার লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয় বলে জানিয়েছেন জেলা লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সেক্রেটারি অপরাজিতা দেববর্মা।

তিনি জানান, লোক আদালতের মূল উদ্দেশ্য হলো স্বল্প খরচে ও দ্রুততার সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ধরনের মামলা নিষ্পত্তি করা। আদালতে চলমান ও প্রাকবিচারাধীন একাধিক মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন দপ্তরের উদ্যোগে এই লোক আদালতের আয়োজন করা হয়।

অপরাজিতা দেববর্মা আরও জানান, আজকের লোক আদালতের মাধ্যমে প্রায় ২৭০০টি মামলা নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের আইনি জটিলতা অনেকাংশে লাঘব হবে বলে তিনি আশাবাদী।

লোক আদালতের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিচারপ্রার্থীরা। তাঁদের মতে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সময় ও অর্থউভয়ই সাশ্রয় হয় এবং দ্রুত ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব হয়।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও স্মৃতি পুরস্কার প্রদান ১৪ ডিসেম্বর

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর: আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সহ অমিয় দেবরায় স্মৃতি পুরস্কার ও হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, রবিবার বিকেল সাড়ে চারটায় আগরতলা প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সত্যব্রত চক্রবর্তী এবং বর্ষীয়ান সম্পাদক সুবল কুমার দে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি চিত্রা রায় ও এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সুমন্ত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার।

এই অনুষ্ঠানে অমিয় দেবরায় স্মৃতি পুরস্কার ও হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হবে। পাশাপাশি আগরতলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে ক্লাবের সকল সদস্য ও পুরস্কারপ্রাপ্তদের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রাহুল গান্ধী এবং গৌতম আদানির এক ফ্রেমে সাক্ষাৎ: ছবি এড়ানোর চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী এবং শিল্পপতি গৌতম আদানি, যিনি দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেস নেতার সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু, শারদ পাওয়ারের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে একে অপরের মুখোমুখি হন। তবে, এক বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছিল যে, এই সাক্ষাতের কোনো ছবি জনসমক্ষে আসবে না।

শরদিনাথ পাওয়ারের ৮৫ তম জন্মদিন উপলক্ষে ১১ ডিসেম্বর রাতে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ-প্রোফাইল ডিনারে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল। ওই অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধী এবং গৌতম আদানি পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এবং একে অপরের সাথে হাত মেলান। তবে আশ্চর্যজনকভাবে, এদের সাক্ষাতের কোনো ছবি প্রকাশিত হয়নি।দ্য লালন্তপের নেটানগরী অনুষ্ঠানে প্রবীণ সাংবাদিক রাজদীপ সরদেসাই এবং আদেশ রাওয়াল জানান, এটি ছিল তাদের প্রথমবারের মতো রাহুল এবং আদানির একে অপরের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু তাদের সাক্ষাতের কোনো ছবি বের হয়নি। রাওয়াল আরও জানান, পাওয়ারের মেয়ে এবং বারামতী সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছিলেন যে, সাক্ষাতের কোনো ছবি তোলা হবে না।

একটি ছবি, যেখানে রাহুল গান্ধী এবং গৌতম আদানি একে অপরের সঙ্গে উপস্থিত, কংগ্রেসের আদানি সম্পর্কিত ন্যারেটিভকে কার্যত শত্রুতে পরিণত করতে পারত এবং এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের থেকে অস্বস্তিকর প্রশ্ন আসতে পারত। যদিও রাহুল এবং আদানির সাক্ষাতের কোনো ছবি প্রকাশ পায়নি, তবুও বিজেপি নেতারা কংগ্রেসের ’হিপোক্রেসি’ নিয়ে প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন। বিজেপির মুখপাত্র সঞ্জু ভার্মা টুইট করেছেন, ’রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা ভদ্রা যারা আদানির বিরুদ্ধে চিৎকার করেছেন, তারা কি এখন আদানির সঙ্গে একসঙ্গে ডিনারে বসে?’ এছাড়াও, বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালভিয়া মন্তব্য করেছেন, ’রাহুল গান্ধী নিয়মিতভাবে ভারতের শীর্ষ উদ্যোক্তাদের, বিশেষত আদানি এবং আম্বানির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন, তবে একই উদ্যোক্তারা যখন তাকে এই এলিট গেট-টুগেদারে দেখা যায়, তখন তা রাজনৈতিক হিপোক্রেসি হিসেবে দেখা যায়।’

শক্তি সংরক্ষণ দিবসে ত্রিপুরায় ইভি চার্জিং ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : শক্তি সংরক্ষণ দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরায় বৈদ্যুতিক যান বা ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকেল ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের মিলনায়তনে।

দ্য ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া), ত্রিপুরা স্টেট সেন্টারের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল)-এর সহযোগিতায় ’ইভি চার্জিং ডিসকম পার পার্সপেক্টিভ ’ শীর্ষক এই সেমিনারটি আয়োজিত হয় শুক্রবার।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া ত্রিপুরা স্টেট সেন্টারের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি।

স্বাগত ভাষণে তিনি বলেন, ভারতের ইভি ইকোসিস্টেম দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলির ভূমিকা। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল, ই-মোবিলিটি শুধু পরিবহণ ব্যবস্থার সংস্কার নয়, বরং গ্রিডের স্থিতিশীলতা বাড়ানো, স্মার্ট প্রযুক্তি গ্রহণ এবং টেকসই শক্তি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার এক বড় সুযোগ।

অনুষ্ঠানে অতিথি সম্মানীয় হিসেবে মূল বক্তব্য রাখেন টিএসইসিএলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ বসু। তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তিনি ত্রিপুরা ও সারা ভারতে ইভি গ্রহণের বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান, আগামী দিনে চার্জিং অবকাঠামোর চাহিদা দ্রুত বাড়বে এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলির সামনে নতুন অপারেশনাল চ্যালেঞ্জও আসবে। নীতি কাঠামো, নিয়ন্ত্রক বিধান এবং সরকারি প্রণোদনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, জাতীয় লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই টিএসইসিএল ইভি ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এরপর একটি বিশদ প্রযুক্তিগত উপস্থাপনা করেন এনআইটি আগরতলার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর (ড.) প্রিয়নাথ দাস। “রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কে ইভি চার্জিং স্টেশন স্থাপনের প্রভাব” বিষয়ক আলোচনায় তিনি ভোল্টেজ স্থিতিশীলতা, নেটওয়ার্ক লোডিং এবং চার্জার বসানোর উপযুক্ত স্থান নির্বাচন নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। তাঁর প্রস্তাবিত ইভি এলোকেশন ইনডেক্স ভিত্তিক সমাধান ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ দিশা দেখাবে বলে মত দেন বিশেষজ্ঞরা।

টিএসইসিএলের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার প্রদীপ সূত্রধর ইভি চার্জিংয়ের ফলে বিদ্যুৎ চাহিদার ধরন, ফিডার ডিজাইন এবং লোড ম্যানেজমেন্টে কী প্রভাব পড়ে, তা সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার ও নীতিনির্ধারকদের জন্য বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসে। এছাড়াও টিএসইসিএলের জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরি) স্বপন দেববর্মা আগরতলায় চলমান ইভি সংক্রান্ত প্রকল্প ও উদ্যোগের অগ্রগতি তুলে ধরেন। সরকারি দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কীভাবে কাজ এগোচ্ছে, তার বাস্তব চিত্র তিনি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের শেষে টিএসইসিএলের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার মিতা সাহা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, এই সেমিনারে উঠে আসা মতামত ও বিশ্লেষণ ত্রিপুরার টেকসই শক্তি ও ইভি ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়ক হবে। সামগ্রিকভাবে, এই সেমিনার রাজ্যে সবুজ শক্তি ও বিদ্যুৎচালিত পরিবহণ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করল।

কলকাতায় মেসিকে না দেখতে পেয়ে হতাশ কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, যুবভারতী কাণ্ডে আইনি পদক্ষেপের দাবি

আগরতলা,১৩ ডিসেম্বর : কলকাতায় লিয়োনেল মেসিকে না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেও মেসিকে না দেখার রাগ থেকেই জন্ম নেয় রণক্ষেত্র। আজ গোটা কলকাতার বদমান হয়েছে। এছাড়াও, সুদীপ রায় বর্মণ কলকাতা যুব ভারতী কাণ্ড নিয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তিনি স্থানীয় প্রশাসন ও আইনি কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত ও যথাযথ পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে পুনরায় না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

মথা নেতার গাড়ি জেলা সভাধিপতির গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ, অল্পের জন্য বাঁচলেন সভাধিপতি

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : বিশ্রামগঞ্জ রেল স্টেশন সংলগ্ন পদ্মা নগর এলাকায় ঘটে গেল এক বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঘটনা। তিপরা মথা দলের নেতা মতিলাল দেববর্মার বিলাসবহুল গাড়ি এবং সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্তের সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছিল।

জেলা পরিষদের সভাধিপতির গাড়িচালক পার্থ দত্ত জানিয়েছেন, মেলাঘর থেকে একটি কর্মসূচি শেষ করে জেলা সভাধিপতিকে নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ জেলাশাসক অফিসে মিটিংয়ে আসার সময় পদ্মা নগর এলাকায় বিশ্রামগঞ্জ রেল স্টেশন সংলগ্ন রাস্তায় একটি দ্রুতগামী গাড়ি তাদের গাড়ির মুখোমুখি চলে আসে। তিনি জানান, মুহূর্তের বিচক্ষণতায় গাড়ি ঘুরিয়ে দুইটি ইলেকট্রিক খুঁটির মধ্য দিয়ে জঙ্গলের ড্রেনে নিয়ে যান। তাঁর বুদ্ধিমত্তার কারণে জেলা সভাধিপতি, নিরাপত্তারক্ষী এবং তিনি নিজে প্রাণে বেঁচে যান।

চালক আরও জানান, যদি আমি গাড়িটি ঘুরিয়ে জঙ্গলে না নিতাম, তাহলে আমাদের সবাই এবং বিপরীত দিকের গাড়ির চালকও হয়তো প্রাণ হারাত। আমরা বিশাল দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। ঘটনার পর জেলা সভাধিপতি ও নিরাপত্তারক্ষীরা বিশ্রামগঞ্জ থানায় পৌঁছে থানাকে বিষয়টি অবগত করেছেন। এই দুর্ঘটনা গোটা বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তবে এত বড় দুর্ঘটনার পরেও জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বিশ্রামগঞ্জ জেলাশাসক অফিসের মিটিংয়ে যোগদান করেছেন।

ইঞ্জিন বিকলের জেরে জোলাইবাড়ী স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আগরতলা—সাব্রুম লোকাল ট্রেন, দুর্ভোগে যাত্রীরা

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : আগরতলা—সাব্রুমগামী ৭৫৬৮৮ নম্বর লোকাল ট্রেনটি শনিবার তীব্র যান্ত্রিক সমস্যার কারণে জোলাইবাড়ী রেলস্টেশনে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ট্রেনটি দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে বিকেল ৩টা নাগাদ জোলাইবাড়ী স্টেশনে পৌঁছায়। তবে স্টেশনে পৌঁছানোর পর ট্রেনটি প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

রেলস্টেশন সূত্রে জানা গেছে, মনু বাজার এলাকায় সাব্রুম—আগরতলা গামী অপর একটি ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ায় রেল চলাচলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সেই যান্ত্রিক ত্রুটির প্রভাব পড়ে আগরতলা—সাব্রুমগামী ৭৫৬৮৮ নম্বর ট্রেনটির উপরও। নিরাপত্তাজনিত কারণে জোলাইবাড়ী স্টেশনে ট্রেনটি আটকে রাখা হয়।

হঠাৎ এই দীর্ঘ বিলম্বের ফলে ট্রেনে থাকা বহু যাত্রী চরম অসুবিধার মুখে পড়েন। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কর্মজীবী মানুষ, বয়স্ক যাত্রী সহ অন্যান্যরা। পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। অনেকেই অভিযোগ করেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেও রেলের পক্ষ থেকে কোনও স্পষ্ট ঘোষণা বা যাত্রী পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়নি।

অবশেষে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সমস্যার সমাধান হলে ট্রেনটি জোলাইবাড়ী স্টেশন থেকে পুনরায় গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। তবে ততক্ষণে যাত্রীদের একাংশ তাঁদের নির্ধারিত সময়সূচি ভেঙে পড়ায় ক্ষতির সম্মুখীন হন।

অনূর্ধ ১৯ মহিলা প্লেট গ্রুপ ক্রিকেটে মেঘালয় জয় দিয়ে সূচনা ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। প্লেট গ্রুপের খেলা। প্রতিপক্ষ মেঘালয়। ২২ রানে জয়। সাদামাটা জয়। নিশ্চয়ই গর্ব করার মতো। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করেছে ত্রিপুরার অনূর্ধ ১৯ মহিলা ক্রিকেট দল। আজ, শনিবার থেকে নাগপুরের জামথায় বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ১৯ এক দিবসীয় ট্রফি প্লেট গ্রুপের খেলা শুরু হয়েছে। সিকিম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছয়টি রাজ্য দলকে নিয়ে এই প্লেট গ্রুপের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে আরও দুটি ম্যাচে মনিপুর নয় উইকেটের ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে এবং মিজোরাম আট উইকেটের ব্যবধানে সিকিম কে পরাজিত করেছে। তিন দলের পয়েন্ট চার করে হলেও রান রেটের নিরিখে মনিপুর আপাতত শীর্ষে। মিজোরাম দ্বিতীয় শীর্ষে এবং তৃতীয় স্থানে ত্রিপুরা। জামথায় বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে সকাল ন’টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মেঘালয়ের দলনেত্রী প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে ত্রিপুরা দল নির্ধারিত ৫০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে গিয়া মন্ডলের অপরাজিত ২৪ রান, ওপেনার এঞ্জেল পালের ২২ রান এবং অভিধা বর্ধনের ২১ রান উল্লেখযোগ্য। অতিরিক্ত খাতে রাজ্য দল পেয়েছে ৩২ রান। মেঘালয়ের বোলার ছিন ছি ২০ রানে চারটি এবং জয়শ্রী ৩১ রানে দুটি উইকেট পেয়েছেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মেঘালয় ৩৯.৫ ওভার খেলে ১১৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে ওপেনার শুটিন-এর ২৯ রান এবং বি শীরার অপরাজিত ২১ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে ত্রিপুরার পারমিতা চক্রবর্তী ২৭ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট পান। এছাড়া, পূজা দাস ও সুস্মিতা তেলি দুটি করে, গিয়া মন্ডল একটি উইকেট পেয়েছে। অপর খেলায় অরুণাচল প্রদেশ প্রথমে ব্যাট করে ৪৫.২ ওভারে ১৩০ রান সংগ্রহ করলে মনিপুর এক উইকেট হারিয়ে ২২.৫ ওভার খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে ৯ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নেয়। এদিকে, গ্রুপের অপর খেলায় সিকিম ৪০.১ ওভারে ৮১ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে মিজোরাম দুই উইকেট হারিয়ে ১৯ ওভার খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে আট উইকেটে ছিনিয়ে নেয়।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : বিদর্ভের কাছেও ইনিংস পরাজয়ের প্রহর গুনছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের ইনিংস পরাজয়ের জুজু তাড়া করে বেড়াচ্ছে ত্রিপুরা দলকে। প্রথম ম্যাচে উত্তরপ্রদেশ ছিল তো এবার বিদর্ভ। তথৈবচ চেহারা রাজ্য দলের। বিদর্ভের সমৃদ্ধ স্কোরের চাপে ত্রিপুরা শিবিরে ত্রাহি ত্রাহি রব। বিদর্ভের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ৩৫৬ রানের জবাবে ত্রিপুরা দলের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ৯৩ রানে। অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই ফলোঅনে খেলতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে হারিয়ে ফেলে তিন উইকেট। তবে সংগৃহীত হয় ৫৮ রান। এখনও ত্রিপুরা দল ২০৫ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে সাতটি। ত্রিপুরা দলের চেষ্টা থাকবে আগামীকাল রবিবার দিনভর টিকে থেকে ম্যাচটাকে ড্র তে রূপান্তরিত করে এক পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়ার। কিন্তু ৫৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হওয়া দল ত্রিপুরার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকে বলছেন আগামীকাল দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবে প্রথম ইনিংসের মতোই এবং ইনিংস সহ বড় রানের ব্যবধানে হেরে বোনাস সহ সাত পয়েন্ট তুলে দেবে প্রতিপক্ষ বিদর্ভের হাতে। বিদর্ভ দলের পক্ষে নির্মিক ছারদে-র অপরাজিত শত রান এবং বীর চিখালকারের ৫১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রথমে ইনিংসে ত্রিপুরা দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ে সোমদেব শীলের ২৪ রান এবং রাজদীপ দেবনাথ এর ১৯ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। দ্বিতীয় ইনিংসে সোমদেব উইকেটে রয়েছে ব্যক্তিগত ১১ রান নিয়ে, সঙ্গে অরীশ মজুমদার উইকেটে রয়েছে ১৫ রান নিয়ে।

উমাকান্ত এলামনি ও প্রেসক্লাবের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। উমাকান্ত একাডেমির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো আগরতলা প্রেসক্লাব ও উমাকান্ত এলামনির মধ্যে। ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উমাকান্ত এলামনির যৌথ উদ্যোগে এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে ব্যাটে বলের লড়াই হলো জমাটি। তবে আখেরে বাজিমাত করে দিলো উমাকান্ত এলামনি। টস জিতে প্রেসক্লাব ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক অভিষেক দে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন এ ডি নগর সিআইডি গ্রাউন্ডে। সুবাদে ব্যাট করেতে নেমে উমাকান্ত এলামনি দল নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে স্কোর বোর্ডে সংগ্রহ করে ১৮০ রান। ব্যাটে এলামনি-র হয়ে সুভাষ কর ভট্টাচার্য্যের ৪৬ রান, পৃথ্বীরাজ ভট্টাচার্য্যের ৪২ রান, ওপেনার শুভঙ্কর সাহার ২৬ রান, উৎপল বণিকের ২২ রান এবং শান্তনু ভৌমিকের ১৯ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, দেবোত্তম ঘোষের ১০ রান, সায়ন শিব ও দিব্যেন্দু ধর চৌধুরীর অপরাজিত ব্যাটিং উল্লেখ করার মতো।

বোলিংয়ে প্রেসক্লাবের দিব্যেন্দু দে, জাকির হোসেন ও বাপন দাস প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রেসক্লাবের ক্রিকেট টিম ৯ উইকেট হারিয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ১৬ ওভার ফুরিয়ে যায়।

দলের পক্ষে মেঘধন দেবের ২৬ রান, সুব্রত দেবনাথ এর ১৯ রান, বাপন দাসের ১৪ রান, প্রসেনজিৎ সাহার ১১ রান উল্লেখ করার মতো।

এছাড়া জাকির হোসেন, শিসান চক্রবর্তীর অনবদ্য ব্যাটিং ও সন্তোষ গোপ ও অঞ্জন দেবের অপরাজিত ব্যাটিং উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে উমাকান্ত এলামনির পক্ষে দেবরাজ সেনগুপ্ত তিনটি উইকেট পান। শুভঙ্কর সাহা ও পৃথ্বীরাজ ভট্টাচার্য্য পেয়েছেন দুটি করে উইকেট। দিব্যেন্দু ধর চৌধুরী একটি উইকেট পেয়েছেন।

এছাড়াও উমাকান্ত এলামনির বিলাশ চন্দ্র রায়, সুজয় সাহা ও সুদেব রায়ের পাশাপাশি প্রেসক্লাবের বিষ্ণুপদ বণিক ও প্রণব শীল দুর্দান্ত খেলে পুরো ম্যাচটা প্রাণবন্ত করে রেখেছেন। ম্যান অব দ্য ম্যাচের খেতাব হিসেবে সুদৃশ্য ট্রফি পেয়েছেন উমাকান্ত এলামনির পৃথ্বীরাজ ভট্টাচার্য্য। অবশেষে রানার্স দল আগরতলা প্রেসক্লাব ও চ্যাম্পিয়ন দল উমাকান্ত এলামনি-র হাতে ট্রফি তুলে দিলেন এলামনির প্রাক্তন সভাপতি এডভোকেট সন্দীপ দত্ত চৌধুরী, সচিব শুভাশিস মজুমদার, আগরতলা প্রেসক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি অভিষেক দে, স্পোর্টস কমিটির জয়েন্ট কনভেনর সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ। ম্যাচ শুরুর আগে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে দু-দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন এলামনির সভাপতি শুভব্রত দেব। নেশা মুক্তির পাশাপাশি এইডসমুক্তির বার্তাকে সামনে রেখে পায়রা উড়িয়ে ম্যাচের সূচনা করা হয়। দারুন ভাবে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ায় আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারি অভিষেক দে এবং উমাকান্ত এলামনির সম্পাদক শুভাশিস মজুমদার সংশ্লিষ্ট সকলের পাশাপাশি টিসিয়ের আম্পায়ার রাজেশ বনিক ও সুদীপ দত্ত গুপ্ত, স্কোরার বাবুল চৌধুরীকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রথম ২৪ ঘণ্টায় ৫০ লাখ টিকিটের আবেদন পেয়েছে ফিফা

২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রির তৃতীয় ধাপ শুরুর প্রথম ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৫০ লাখ টিকিটের আবেদন পেয়েছে ফিফা। শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। সমর্থক গোষ্ঠীগুলোর একটি পক্ষ থেকে টিকিটমূল্য নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও এ বিপুল আবেদন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ফিফা বলেছে, আবেদনসংখ্যা প্রমাণ করে বিশ্বজুড়ে টিকিটের চাহিদা অভূতপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিতব্য টুর্নামেন্টের ড্র অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এবারই প্রথম সমর্থকেরা নির্দিষ্ট ম্যাচের জন্য টিকিটের আবেদন করতে পারছেন।

৪৮ দল নিয়ে প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া বিশ্বকাপের টিকিট কিনতে ২০০-এর বেশি দেশের সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের কথা জোরের সঙ্গে তুলে ধরে ফিফা ইঙ্গিত দিয়েছে, বৃহস্পতিবার নতুন টিকিটমূল্য প্রকাশের পর যে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে, তাতে সংস্থাটি পিছু হটছে না।

জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত এক তালিকায় দেখা গেছে, গ্রুপ পর্বের বিভিন্ন ম্যাচের টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ১৮০ ডলার (২১ হাজার ৯৫৫ টাকা) থেকে ৭০০ ডলার (৮৫ হাজার ৩৮৪ টাকা) পর্যন্ত। ফাইনাল ম্যাচের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দাম ৪ হাজার ১৮৫ ডলার, আর সর্বোচ্চ দাম ৮ হাজার ৬৮০ ডলার।

ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) এরই মধ্যে ইংল্যান্ড সাপোর্টার্স ট্রাভেল ক্লাবের (ইএসটিসি) সঙ্গে যে মূল্যতালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, একজন সমর্থক যদি গ্রুপ পর্ব থেকে শুরু করে ফাইনাল পর্যন্ত প্রতিটি ম্যাচের টিকিট কিনতে চান, তাহলে মোট খরচ হবে ৭ হাজার ডলারের (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮ লাখ ৫৩ হাজার টাকা) একটু বেশি।

সমর্থক সংগঠন ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ (এফএসই) বর্তমান টিকিটমূল্যকে ‘অতিরিক্ত শোষণমূলক’ বলে উল্লেখ করেছে। একই সঙ্গে তারা বিশ্বকাপের ঐতিহ্য, সর্বজনীনতা ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের প্রতি সম্মান দেখানো হয়, এমন কোনো সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত জাতীয় ফুটবল সংস্থাগুলোর মাধ্যমে টিকিট বিক্রি অবিলম্বে বন্ধের আহ্বানও জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এটি বিশ্বকাপের ঐতিহ্যের প্রতি এক ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা। যে সমর্থকেরা এ আয়োজনকে প্রাণবন্ত করে তোলে, তাদের অবদান পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে।’

সাত বছর আগে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের বিড দেওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল কর্মকর্তাদের লক্ষ্য ছিল, আসরের শুরুর দিকের ম্যাচগুলোতে ২১ ডলারের কয়েক লাখ টিকিট রাখা। কিন্তু এবারের বিশ্বকাপে ফিফা প্রথমবারের মতো ‘ডায়নামিক প্রাইসিং’ চালু করেছে। যেখানে চাহিদার ওপর ভিত্তি করে টিকিটের দাম ওঠানামা করবে। কদিন আগে অনুষ্ঠিত হওয়া ক্লাব বিশ্বকাপেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

এর আগে ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে টিকিটের দাম ছিল ২৫ থেকে ৪৭৫ ডলার। আর ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে টিকিটের মূল্য ঘোষণার সময় দাম নির্ধারিত ছিল ৭০ থেকে ১ হাজার ৬০০ ডলার।

বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া ‘র‍্যান্ডম সিলেকশন ড্র’---এর মাধ্যমে সমর্থকেরা কোন ম্যাচের টিকিট চান, টিকিটের ক্যাটাগরি কী হবে এবং প্রতি ম্যাচে কতটি টিকিট কিনবেন, তা বেছে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তবে এতে টিকিট পাওয়া নিশ্চিত নয়। টিকিট বিক্রির তৃতীয় ধাপ চলবে ২০২৬ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। যাঁদের আবেদন সফল হবে, তাঁদের ফেব্রুয়ারিতে ই—মেইলের মাধ্যমে জানানো হবে এবং নির্ধারিত অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে নেওয়া হবে।

ফিফা জানিয়েছে, তৃতীয় ধাপে টিকিটের চাহিদায় শীর্ষে রয়েছে আয়োজক তিন দেশ। এ ছাড়া আমেরিকা মহাদেশের অন্যান্য দেশ থেকেও ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে। সবচেয়ে বেশি টিকিটের আবেদন করা পরের ১০ দেশের তালিকায় রয়েছে কলম্বিয়া, ইংল্যান্ড, ইকুয়েডর, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, স্কটল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও পানামা।

গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোর মধ্যে প্রথম ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি টিকিটের আবেদন পড়েছে ২৭ জুন মায়ামিতে হতে যাওয়া কলম্বিয়া—পর্তুগাল ম্যাচের।

টিটিএ-র রাজ্যভিত্তিক জুনিয়র টেনিস আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে আগামীকাল (রবিবার) সকাল ৮ টা থেকে শুরু হবে রাজ্য ভিত্তিক জুনিয়র টেনিস স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং বিকাল ৪ টায় হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকবেন টেনিস এসোসিয়েশন এর কর্মকর্তাগণ সহ বিশিষ্ট অতিথিগণ। এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন এর সভাপতি বিধান রায়।

রাজ্য ভিত্তিক জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বালক বালিকা দুই বিভাগের প্রতিযোগীদের সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে মালঞ্চ নিবাসস্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে এবং এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে রাজ্যের প্রতিভাবান টেনিস খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে প্রত্যাশা করছে ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় শিবনাথ দে স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আজ সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ, শনিবার থেকে শিবনাথ দে স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। উদ্যোক্তা বাধারঘাটে দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব। শনিবার থেকে শুরু হওয়া ফাইভ-এ-সাইড এই ফুটবল টুর্নামেন্টে শেষ পর্যন্ত ২০ টি দল অংশগ্রহণ করেছে। আগামীকাল (রবিবার) বিকেলে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। দুই দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ দেওয়া হবে যথাক্রমে ৮ হাজার ও ৫০০০ টাকা। শনিবার সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করে রাজ্যে খেলার মান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে এ ধরনের টুর্নামেন্টের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। রবিবার বিকেলে প্রতিযোগিতা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের প্রাইজমানি ও ট্রফিতে পুরস্কৃত করা হবে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে গৌতম ব্যানার্জি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আগরতলা প্রেসক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও অমিয় দেবরায় স্মৃতি পুরস্কার এবং হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, রবিবার বিকেল সাড়ে চারটায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সত্যব্রত চক্রবর্তী ও বর্ষীয়ান সম্পাদক সুবল কুমার দে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি চিত্রা রায় ও এম বি বি ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার সুমন্ত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার। এই অনুষ্ঠানে অমিয় দেবরায় স্মৃতি পুরস্কার এবং হিরণ্ময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান সহ আগরতলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া

চিন্নাস্বামীতেই হবে আইপিএল ম্যাচ ? কর্নাটক মন্ত্রিসভায় মিলল শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন

বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্ট হয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মৃত্যুর ঘটনার পর আদৌ কি চিন্নাস্বামীতে বিরাটদের ম্যাচ আয়োজিত হবে? জানা গিয়েছে, আবারও এই স্টেডিয়ামে আইপিএল ম্যাচ আয়োজন করা হবে। এর জন্য শর্তসাপেক্ষে অনুমোদনও পেয়ে গিয়েছে তারা। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আইপিএল অন্যত্র সরবে না। খেলা হবে চিন্নাস্বামীতেও।

শুক্রবার কর্নাটক মন্ত্রিসভায় বিচারপতি ডি’কুনহা কমিশনের সুপারিশে শর্তসাপেক্ষে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম পুনর্ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শর্তগুলি বেশ জটিল। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে, “কুনহা রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়িত না হলে কোনও ম্যাচ হবে না।” অর্থাৎ, মন্ত্রিসভায় দেওয়া সমস্ত শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করতে হবে।

বেশ কিছু দিন আগে এ ব্যাপারে কর্নাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (কেএসসিএ)-কে ইতিমধ্যেই একটি আনুষ্ঠানিক নোটিশ জারি করেছিল পূর্ত দপ্তর (পিডব্লিউডি)। তাতে স্টেডিয়ামের সুরক্ষায় উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর এদিন ডি’কুনহা কমিশনে জানানো হয়, ১৯৭৪ সালে তৈরি হওয়া এই স্টেডিয়ামকে ‘মৌলিকভাবে অনিরাপদ’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পিডব্লিউডি-লিজ নেওয়া ১৭ একর জমির উপর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম শহরের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত। এখন প্রমাণ করতে হবে, এই স্টেডিয়াম আদৌ বিপুল পরিমাণ দর্শকদের জন্য নিরাপদ কি না। মোট কথা চিন্নাস্বামীর ‘ফিটনেস সার্টিফিকেট’ চাওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্ট পেলেই চিন্নাস্বামীতে আইপিএলের ম্যাচ আয়োজনে কোনও বাধা থাকবে না।

উল্লেখ্য, চলতি বছর বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই বিপাকে চিন্নাস্বামী। দলের সেলিব্রেশনের সময় স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে আহতের সংখ্যা ৪৭। মর্মান্তিক ঘটনায় স্বতোঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে কর্নাটক হাই কোর্ট। তারপর থেকেই ঘটনার দায় ঠেলাঠেলি চলছে কর্নাটক সরকার এবং কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে। এখন দেখার, পরিস্থিতি কোন দিকে যায়।

সূর্যকুমারকে স্মরণ করালেন আকাশ

২০ ইনিংসে অর্ধশতরান নেই। বারবার ব্যর্থতা। এই পরিস্থিতিতে সমালোচনার মুখে পড়েছেন ভারতের টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। গত বছর নভেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত, সূর্যকুমারের সংগ্রহে মাত্র ২২৭ রান। গড় ১৩.৩৫। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতে থাকা ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজেও সূর্যকুমারের এই খারাপ ফর্ম অব্যাহত রয়েছে। প্রথম ম্যাচে মাত্র ১২ করেন তিনি এবং পরের ম্যাচে করেন ৫। এই ব্যর্থতার পর তাঁর ভূমিকার কথা সূর্যকুমারকে মনে করিয়ে দিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটার আকাশ চোপড়া। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে চোপড়া বলেন, ’আপনি দলের অধিনায়ক। কিন্তু, একজন অধিনায়কের কাজ শুধু টস করা বা বোলারদের ম্যানেজ করাই নয়। শুধু স্ট্র্যাটেজি তৈরিই নয়। যদি আপনি টপ ফোরে ব্যাট করেন, আপনার প্রাথমিক দায়িত্ব রান করা। অনেকগুলো ম্যাচ হয়ে গেল। যদি ১৭ ম্যাচে আপনার গড় ১৪ থাকে এবং স্ট্রাইক রেটও ভাল নয়, একটা অর্ধশতরানও নেই। মাত্র দুবার ২৫ টপকেছেন, এটা আইপিএলের অপর দিকের সমস্যা।’

নিজের মতামতের ব্যাখ্যা দিয়ে ক্রিকেটার থেকে কমেন্টটরে পরিণত হওয়া আকাশ বলেছেন, সূর্যকুমারের ভারতীয় দলের অধিনায়ক থাকার বিরোধী নন তিনি, কিন্তু ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে ওঁর সংগ্রহে যথেষ্ট রান থাকা প্রয়োজন। আকাশের কথায়, ’আমি বলছি না যে সূর্যকুমার যাদবের অধিনায়কত্ব নিয়ে কোনও সন্দেহ আছে, অথবা তিনি বিশ্বকাপে ভারতের অধিনায়ক হবেন না। আমি মোটেও তা বলছি না, তাই কখনও আমার কথা ভুলভাবে উল্লেখ করবেন না, কিন্তু সত্য হল তাঁকে রান করতে হবে।’ তাঁর সংযোজন, ’যদি আপনি ৩ বা ৪ নম্বরে খেলেন এবং রান না করেন, ধারাবাহিকভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে রান না করেন, তাহলে বিশ্বকাপ শুরু করার সময় আপনি ততটা আত্মবিশ্বাসী থাকবেন না।

তাই, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সহ-অধিনায়ক শুভমন গিল, রান করাটা একেবারে অপরিহার্য।’

যদিও ভারতীয় দল অধিনায়ক, সহ-অধিনায়কের ফর্ম নিয়ে এখনই চিন্তিত হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন রায়ান টেন দুশখাতে (ট্রাপ্তদ্রঠত্রদ্র ঈদ্রত্রস্তত্বঞ্চঠত্র)। ভারতীয় দলের সহকারী কোচ দুশখাতে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ”প্রথম ম্যাচে আমরাই ছেলেদের বলেছিলাম পাওয়ার প্লেতে আক্রমণ কর এবং সত্যি বলতে কটকের পিচটাও ভাল ছিল না। তাই ওকে ওই আউটটার জন আমি ছাড় দিতে রাজি। আজকেও দারুণ একটা বলে আউট হয়েছে, যেটা কেউ অফফর্মে থাকলে হয়েই থাকে।”

অধিনায়ক সূর্যকুমারের ক্ষেত্রেও টেন দুশখাতের গলায় আশার বাণী শোনা যায়। তিনি আশাবাদী আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় অধিনায়ক ভাল পারফর্ম করবেন।

৯ ঘণ্টায় দেড় লাখ ! কলকাতায় মেসির হোটেলভাড়া নিয়ে চর্চা তুঙ্গে

১৪ বছর পর আবার কলকাতায় লিওনেল মেসি। তাঁকে স্বাগত জানাতে মাঝরাতেই বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিলেন কাতারে কাতারে জনতা। প্রবল ভিড়, মেসি মেসি ধ্বনির মধ্যেই পিছনের দরজা দিয়ে বিমানবন্দর থেকে বেরন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। বাইপাসের ধারের হোটেল হায়াত রিজেন্সিতে উঠেছেন তিনি। তারপরেই চর্চা চলছে এই বিলাসবহুল হোটেলের ভাড়া নিয়ে।

শনিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামে মেসির ব্যক্তিগত বিমান। সাদা টিশার্ট, কালো ব্লেজার পরে হাসিমুখে বিমান থেকে বেরন মেসি। কিন্তু তাঁকে একঝলক দেখার জন্য বিমানবন্দরে যে ভক্তরা অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা একেবারে হতাশ। কারণ ভিড় এড়াতে মেসিকে পিছনের দরজা দিয়ে বের করেন আয়োজকরা। বিমানবন্দর থেকে গাড়ি রওনা দেয় মেসির গাড়ি।

বিমানবন্দরের মতোই মেসিকে দেখার জন্য ভিড় জমেছিল হায়াতের সামনেও। মাঝরাতের হায়াত যেন কার্যত আর্জেন্টিনার ফ্যান ক্লাব। নীল সাদা পতাকা হাতে, আর্জেন্টিনার জার্সি পরে অপেক্ষা করছিলেন ভক্তরা। একটা সেলফি বা অটোগ্রাফ মিলবে মেসির, এই আশায় বুক বেঁধেছেন বাচ্চা-বুড়ো সকলেই। অনেকে তো মেসির কাছাকাছি থাকবেন বলে হায়াতে ঘর বুক করে ফেলেছেন। সেই তালিকায় রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্তরাও।

জানা গিয়েছে, হায়াতের ৭২০ নম্বর ঘরে রয়েছেন মেসি। সেকারণে হোটেলের আটতলার অন্যান্য ঘরগুলিতে বুকিং রাখা হয়নি। কিন্তু কয়েকঘণ্টা মেসির থাকার জন্য কত ভাড়া নেবে হোটেল কর্তৃপক্ষ? ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে ভালো প্রেসিডেনশিয়াল সুইটের ভাড়া ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। এছাড়াও ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকার ডিপ্লোম্যাটিক সুইট, ৫১ হাজার টাকার এক্সিকিউটিভ সুইট রয়েছে। এই বিলাসবহুল সুইটগুলির মধ্যেই কোনও একটিতে রয়েছেন মেসি। তবে কোন সুইটে রয়েছেন তা জানা যায়নি।

ছোটদের এশিয়া কাপে বিতর্ক!

এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচেই তাক লাগিয়ে দিয়েছে বৈভব সূর্যবংশী। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে মাত্র ৯৫ বলে ১৭১ রান করেছে সে। এ দিন প্রকাশ্যে এসেছে, চলতি বছরে বিরাট কোহলির থেকেও বেশি গুগ্লে খোঁজা হয়েছে বৈভব সূর্যবংশী সম্পর্কে। এ দিনের ম্যাচের পর বৈভব জানিয়েছে, আমিরশাহির স্লেজিং সামলে কী ভাবে ব্যাট করেছে সে।

ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের ইনিংসের ৩২তম ওভারে। বৈভব তখন শতরানের দিকে এগোচ্ছিল। তখন আমিরশাহির উইকেটকিপার সালেহ আমিনের সঙ্গে বাদানুবাদ হয় বৈভবের। পিছন থেকে আমিন চিৎকার করে বলছিলেন, “চলো চলো ছেলেরা। ৯০-এর অভিশাপ, ৯০-এর অভিশাপ।” অর্থাৎ বৈভব ৯০-এর ঘরে আউট হয়ে যাবে, এমনটাই আশা করছিলেন আমিন। বৈভব ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, “তোমার সঙ্গে কি নিজস্বী নেব?”

পরে এই ঘটনা সম্পর্কে বৈভব বলে, “আমি বিহার থেকে এসেছি। সত্যি বলতে, এ ধরনের ঘটনায় আমার কিছু যায় আসে না। স্টাম্পের পিছন থেকে সব সময়েই কিছু না কিছু শুনি। কিন্তু আমার মনোযোগ থাকে নিজের খেলার উপরে।”সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে একটি শতরান করলেও বাকি ম্যাচগুলিতে নজর কাড়তে পারেনি বৈভব। ৫০ ওভারে ফিরতেই স্বমহিমায় সে। বৈভব কৃতিত্ব দিয়েছে প্রস্তুতিকেই। বলেছে, “আমার কাছে প্রস্তুতিই আসল। আমরা এক দিন আগে এসেছি। ম্যাচের আগে ভাল অনুশীলন হয়েছে। সেটা খুবই সাহায্য করেছে।”

বৈভবের সংযোজন, “আমার পরিকল্পনা খুব সহজ ছিল। যত ক্ষণ সম্ভব ব্যাট করতে চেয়েছিলাম। পিচ নতুন ছিল। তাই ১০টা বল নিয়েছিলাম পিচের চরিত্র বোঝার জন্য। সেটা বুঝে যাওয়ার পর আক্রমণ করা শুরু করি।” আগের থেকে শটের বৈচিত্র বেড়েছে বৈভবের ব্যাটে। এটা নিয়েও আলাদা করে অনুশীলন করেছে সে। বলেছে, “আমি অনুশীলন অনেক দিন ধরেই অন্য রকম শট খেলার চেষ্টা করছি। আজ তার মধ্যে কয়েকটা খেলতে পেরেছি। নিজের শটের বৈচিত্র আরও বাড়ানো চেষ্টা করছি।” গুগ্লে কেন বেশি বার তাঁর নাম খোঁজা হয়েছে তা নিয়েও ভাবতে নারাজ বৈভব। তার কথায়, “আমি সবই দেখি, সবই শুনি। কখনও সখনও হাসি পায় ঠিকই। কিন্তু আমার মধ্যে প্রভাব ফেলে না।”

জাগরণ 14 December, 2025, Sunday আগরতলা ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং, ■ ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সমাজে মহিলারা আত্মনির্ভর হলে এক শক্তিশালী দেশ ও সমাজ গঠন সম্ভব: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর: মহিলাদের আত্মসম্মান অর্জনে স্বনির্ভরতাই একমাত্র পথ হতে পারে। কিন্তু শুধু নিজে স্বনির্ভর হলেই চলবেনা, আন্যদেরও সেই সুযোগ গ্রহণে সহায়তা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতে মহিলারা হলেন শক্তির প্রতীক। সমাজে মহিলারা আত্মনির্ভর হলে এক শক্তিশালী দেশ ও সমাজ গঠন সম্ভব। আজ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ২০তম আঞ্চলিক সরস মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা। এবারের সরস মেলার থিম হল "দিদিদের স্বনির্ভরতার পথে, স্বদেশী পণ্যের সাথে"। মেলায় মোট ৪১১টি স্টল খোলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মহিলাদের সামগ্রিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। রাজ্য সরকার চায় রাজ্যের মহিলাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটিয়ে সমাজকে উচ্চতার শিখরে নিয়ে যেতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লোকাল ফর ভোকালের ডাক, মহিলাদের আত্মনির্ভরতার পথে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। রাজ্য সরকার মহিলাদের আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে স্বসহায়ক দল গঠনের ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি নজর দিয়েছে। এর ফলে বর্তমানে রাজ্যে ৪ লক্ষেরও বেশি মহিলা স্বসহায়ক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। স্বসহায়ক দলের মহিলাদের আর্থিকভাবে সহায়তার জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদের উৎপাদিত সামগ্রী যাতে বাজারজাত করা যায় তার জন্য সরকার কাজ করছে। স্বসহায়ক দল উৎপাদিত পণ্যগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য প্রচারের উপর জোর দিতে মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্বসহায়ক দলের দিদিদের গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও এর বিপননের জন্য এগিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার শুধু মহিলাদের স্বনির্ভরতাই নয় তাদের ক্ষমতায়ণ, শিক্ষা, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যেও কাজ করছে। মহিলাদের নিরাপত্তায় খোলা হচ্ছে মহিলা থানা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস, মুদ্রা লোন বর্তমানে বাড়ির মহিলাদের নামে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরণের মেলা স্বসহায়ক দলগুলির উৎপাদিত সামগ্রীগুলিকে যেমান বাজার প্রদান করে তেমনি জাতি জনজাতিদের একটি মিলন স্থলে পরিণত হয়। মেলায় ফুটে উঠে মিশ্র সংস্কৃতি ঐতিহ্য। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী স্বসহায়ক দলের বিভিন্ন সামগ্রী উদ্বোধনের পাশাপাশি টিআরএলএম"র স্মরণিকা প্রত্যাশা এর আবরণও উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক মিনারাণী সরকার, বিধায়ক তথা আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টিআরএলএম"র সিইও তড়িৎকান্তি চাকমা।

ভুল সংশোধন

"স্ত্রী হত্যার দায়ে অভিযুক্তকে ১০ বছরের সাজা ঘোষণা" শীর্ষক শিরোনামে ১০ বছরের পরিবর্তে হবে যাবজ্জীবন কারাদন্ড। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

কর্মাধ্যক্ষ

কালচারেল শেড নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে বামুটিয়ার বিধায়ক নয়ন সরকার

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর: বামুটিয়া বিধানসভার তালতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজালঘাট এলাকায় বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে নির্মাণাধীন একটি কালচারেল শেডের কাজ পরিদর্শন করেছেন বামুটিয়ার বিধায়ক নয়ন সরকার।

শনিবার স্থানীয় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নির্মাণ স্থলে গিয়ে বিধায়ক নয়ন সরকার কাজের গুণগত মান বজায় রাখার আহ্বান জানান। পরিদর্শনের সময় তিনি সাংবাদিকদের জানান, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে গোটা বিধানসভা এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। এই তহবিলের আওতায় তালতলা পঞ্চায়েতের বাজালঘাট এলাকার কালচারেল শেড নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। তিনি আশা প্রকাশ করেন, কাজের গুণগত মান বজায় রেখে এই প্রকল্প সময়মতো সম্পন্ন হবে।

বিধায়ক নয়ন সরকার বলেন, আমরা চাই প্রকল্পটি এলাকাবাসীর উপকারে ব্যবহারযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী হোক। নির্মাণের প্রতিটি ধাপে পর্যবেক্ষণ রাখা হচ্ছে।

মুঙ্গিয়াকামীতে ৫২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, আটক ২

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর: নিয়মিত যানবাহন তল্লাশির সময় মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন একচল্লিশ মাইল এলাকায় একটি গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধারকৃত গাঁজার ওজন প্রায় ৫২ কেজি বলে জানা গেছে।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা। এ ঘটনায় গাঁজা বহনকারী গাড়ির চালকসহ মোট দুইজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গাড়িটি সিধাই মোহনপুর এলাকা থেকে আসছিল। তল্লাশির সময় গাড়ির ভেতর থেকে গাঁজাগুলি উদ্ধার করা হয়।

উদয়পুর শহরে ফের দুঃসাহসিক চুরি, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : উদয়পুর শহরে ফের চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরপর এমন ঘটনার জেরে শহরবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গতকাল গভীর রাতে এক মৃৎশিল্পীর বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে ১ নগদ লক্ষাধিক সহ ৫ ভরি স্বর্নালঙ্কার নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে উদয়পুর শহরে জেল রোড এলাকার বাসিন্দা মৃৎশিল্পী নির্মল আর্চায্যের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। তিনি গতকাল তাঁরা কেউ বাড়িতে গিয়েছিলেন। আজ সকালে স্থানীয় মানুষ ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান ঘরের মূল ফটক খোলা রয়েছে। তাছাড়া, ঘরের আলমারির ভাঙ্গা এবং ঘরের সকল জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে।

সাথে সাথে স্থানীয়রা বাড়ির মালিক এবং পুলিশকে খবর দিয়েছেন।

খরব পেয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

বাড়ির মালিক বলেন, চোরের দল হানা দিয়ে ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ১ লক্ষাদিক টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় রাতে নিয়মিত টহল না থাকার সুযোগেই চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উদযাপন করলো "কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স"

১৩ ডিসেম্বর।। আগরতলা গীতাঞ্জলী ট্যুরিজম গেস্ট হাউজে আয়োজিত হয়েছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের "কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স' - যা সত্যিই উৎসবের মরসুমের মুকুটে এক নতুন পলক বলা যায়।

"কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স" হল এই প্রতিষ্ঠানের এক বার্ষিক আয়োজন। উৎসবের মরসুমে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স থেকে "শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার" এবং "চমক ভরা ধনতেরাস" উৎসবে যে সব গ্রাহকরা গয়না কিনেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে ৫ ভাগ্যবান বিজয়ীদের লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে বেছে নিয়ে মেগা ড্র পুরস্কার দেওয়া হয়।

শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার ও ধনতেরাস উৎসবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ত্রিপুরা ও কলকাতার ৬টি শোরুমে কেনাকাটার সঙ্গে যে কুপন দেওয়া হয়েছিল তার থেকে ৫ টি লাকি ড্র কুপন বাছাই করা হয়।

এই বছর, যে ৫ জন ভাগ্যবান স্কুটি জিতে নিয়েছেন তাঁরা হলেন :১ তপশ্রী দেব ছ১৮২৭২. দীপক ভট্টাচার্য জ্ঝ১৯১১৩. কুকিলা কলাই ধ্ব২৬০৩৪. অংশ সাহা ক্ক১০১৮৫. দীপান্বিতা রানা ছঞ্জজ্রঞ্চ৮ আজকের এই সুন্দর আনন্দ ও খুশির দিনে আরো একটি আকর্ষণ যোগ হয়, এখন চলা 'শুভ বিবাহ উৎসব ২০২৫' এর দ্বি-পাক্ষিক লাকি ড্র বিজয়ীরদের নাম ঘোষণা করা হয়, যেই ২ যুগল আজ ৪ দিন-৩ রাত্রি সিমলা ও জয়পুরের মধুচন্দ্রিমা প্যাকেজ জিতেছেন। এই মধুচন্দ্রিমার বিজয়ীদের বেছে নেন মেগা লাকি ড্রয়ের বিজয়ীরা।

আজকের 'শুভ বিবাহ' উৎসবের দ্বি-পাক্ষিক লাকি ড্র-এর বিজয়ীরা হলেন:

১. সুনীল সরকার- ঙ১৭২৭ (সিমলা) ২. ঝরনা সোম- ঙ১৫০১ (জয়পুর) 'এই বছর, এই চমক আরো বিশেষভাবে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে - কারণ এটি "স্বর্ণ সম্ভার" উৎসবের ২৩তম সংস্করণ, একইসঙ্গে "চমক ভরজ্জ ধনতেরাস"-এর ২০তম বর্ষের সংস্করণের শেষ পর্যায়ের উৎযাপন।' বলেছেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর রূপক সাহা। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের এই যাত্রায় এটা উল্লেখযোগ্য এক মাইলফলক। আর যাঁদের সাহায্যে এটা সম্ভব হয়েছে তাঁদের নিয়ে উদযাপন করার মতো আনন্দ আর কোনো কিছুতেই হয় না।' শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা আরো বলেন, "ভাগ্যবান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দিতে পেরে আমরা খুব খুশি। একইসঙ্গে আজকের মেগা লাকি ড্র বিজয়ীদের আরো সৌভাগ্য কামনা করছি। ত্রিপুরা এবং কলকাতা জুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক-বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কারণ, গ্রাহকরা যেভাবে উৎসবের মরসুমের এই বিশেষ প্রমোশনে সাড়া দিয়েছেন, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। একইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের তরফে আমরা ফের আশ্বস্ত করছি আগামী দিনে আরো ভালো পরিষেবা, গুণগতমান আর ন্যায্য মূল্য হিসেবে গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য আমরা সবসময় তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবো।'

সংস্থার আরেক ডাইরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন "আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চলা 'শুভ বিবাহ উৎসব ২০২৫'-এ সবার সাদর আমন্ত্রণ। একই সঙ্গে বিগত আয়োজন গুলো সফল ভাবে উদযাপন করার জন্য গ্রাহকবন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই"। এই "কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স" আয়োজনটি সত্যিই আনন্দের সঙ্গে শেষ হয়েছে। একইসঙ্গে এটাই বার্তা দিয়ে গেলো আগামী বছর বিবাহ আর উৎসবের মরসুম শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে আরো আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করা হবে।

নদিয়াপুর হত্যাকাণ্ডে তথ্য সিসি ফুটেজে মিলল নতুন মোড়

চুরাইবাড়ি, ১৩ ডিসেম্বর :গত মাসের ২৪ নভেম্বর চুরাইবাড়ি থানাধীন নদিয়াপুর গ্রামে ঘটে যাওয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নতুন মোড় এল। গুরুতর আহত বিজয়া সিনহা (২৮)-র জবানবন্দির ভিত্তিতে প্রথমে মদন গোপাল সিনহা (৫৭) এবং পরে তাপস সিনহা (৩৮)-কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। সেই সূত্র ধরেই গোবিন্দপুর পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ননীগোপাল সিংহ (৪৩)-কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ননীগোপাল সিংহ দাবি করেন, ঘটনার দিন তিনি প্রভাতী এসএইচজি গ্রুপের লোনের টাকা তুলতে গ্রুপের এক কেশিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে কালাছড়া গ্রামীণ ব্যাংকে ছিলেন। বিষয়টি যাচাই করতে পুলিশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সিসি টিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে। সেই ফুটেজে ঘটনার সময় ব্যাংকে ননীগোপালের উপস্থিতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ায় আপাতত তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

ননীগোপাল সিংহ সাংবাদিকদের সামনে দাবি করেন, উক্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার কোনও রকম যোগ নেই এবং লোন সংক্রান্ত কাজে ব্যাংকে থাকার সম্পূর্ণ ভিডিও প্রমাণ ব্যাংকের গোপন ক্যামেরায় সংরক্ষিত রয়েছে। পাশাপাশি, এই নৃশংস ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডে তিনি ও তাঁর পরিবার গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। নিহত আট বছরের শিশু অমৃত সিনহার ন্যায্য বিচারের দাবি জানিয়ে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি, এমনকি ফাঁসির দাবিও তোলেন তারা।

অন্যদিকে, চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে সিসি টিভি ফুটেজ অনুযায়ী ননীগোপাল সিংহ উক্ত ঘটনায় আপাতত জড়িত নন বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। তবে গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও জোরদার তদন্ত এখনও চলছে এবং তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও একাধিক রহস্য উদঘাটিত হতে পারে বলে পুলিশের ধারণা।

নিহত শিক্ষার্থী সপ্তর্ষি দাসের বাড়িতে যান প্রতিমা ভৌমিক

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর: কিছুদিন পূর্বে দিল্লি-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় রাজ্যের কৃতি এমবিবিএস শিক্ষার্থী ও আগরতলা রামনগর ১নং রোডের বাসিন্দা সপ্তর্ষি দাস অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আজ তাঁর বাড়িতে গিয়ে মৃত শিক্ষার্থীর মা-বাবার সঙ্গে দেখা করেন প্রতিমা ভৌমিক। সেখানে তিনি পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন এবং তার মা-বাবাকে এই শোক কাটিয়ে উঠার শক্তি প্রদান করুন। এদিন তিনি বলেন, সপ্তর্ষি দাস একজন মেধাবী এবং সৎচরিত্র শিক্ষার্থী ছিলেন। তার আকস্মিক মৃত্যু স্থানীয় শিক্ষাবিদ, সহপাঠী ও পরিবারে গভীর শোকের সৃষ্টি করেছে।

খড় বোঝাই গাড়িতে আগুন ব্যাপক চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : খড় বোঝাই একটি গাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল খোয়াই জেলার জাম্বুরা এলাকায়। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটি দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করলে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জাম্বুরা এলাকার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই খড় বোঝাই গাড়িটি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ আকার নেয়।

সাংসদ বিপ্লব দেবের প্রচেষ্টায়

উন্নত চিকিৎসার জন্য সুপ্রিতা পেল ৩ লাখ টাকার অনুদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা প্লাবন ভৌমিকের কন্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সুপ্রিতা ভৌমিকের উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সামাজিক মাধ্যমে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব জানান, সুপ্রিতার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের আবেদন তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অনুদান মঞ্জুর করা হয়। সাংসদ উল্লেখ করেন, এর আগেও উন্নত চিকিৎসার জন্য যে সকল অনুদান আবেদন পাঠানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় প্রত্যেকটিকেই আন্তরিক দৃষ্টিতে মঞ্জুরি দিয়েছেন।

বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং সুপ্রিতার দ্রুত সুস্থতার জন্য কামনা করেন।

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

नई दिल्ली-110011
New Delhi-110011
03-Dec-2025

NO.82(28743)/2025-PMF

To
THE TREASURER
CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL
VELLORE - 632 004,
TAMIL NADU

Dear Sir/Madam,

... BABY SUPRITA BHAUMIK ... Thalassaemia Major ...

Please refer to your letter/estimate/certificate dated 06/10/2025 regarding financial assistance from PMNRF for the Thalassaemia Major of BABY SUPRITA BHAUMIK (Hosp No.10733481). A grant of ₹300000.00/- (Three Lakh Only) from Prime Minister's National Relief Fund to partially defray the expenses involved in the Thalassaemia Major is sanctioned in-principle.

2\. ...

The hospital shall assume responsibility for the Thalassaemia Major of the patient on receipt of this communication and furnish details of the actual expenditure incurred directly to this office in the format prescribed (already supplied) to enable this office to release payment. Release of grant will be limited to expenditure incurred during the admissible period upto the full amount of sanction.

3\. ...

The hospital shall ascertain the veracity of the patient while extending any credit facility/treatment against this sanction letter. In case of any doubt, the same may be brought to the notice of this office immediately. Copy of the estimate issued by the hospital is enclosed for reference.

4\. ... 07/11/2025 ...

The date of receipt of patient's / applicant's request in PMO is 07/11/2025. Financial assistance is subject to the conditions mentioned overleaf and the terms and conditions already communicated. The validity of this sanction letter is for a period of two years from the date of issue. However, the hospital should commence treatment within one year from the date of issue of this sanction letter.

Yours faithfully

(Pradeep Kumar Srivastava)
Under Secretary (Funds)

বিশালগড়ে বাল্যবিবাহ, পুলিশ-চাইল্ড লাইন অভিযান ব্যর্থ মনির হোসেনকে ধরতে

বিশালগড়, ১৩ ডিসেম্বর: বিশালগড় মহকুমার রঘুনাথপুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এক নাবালিকা মেয়ের অবৈধ বাল্যবিবাহের ঘটনা সামনে এসেছে। শনিবার সকালে বিশালগড় মহকুমা শাসকের কাছে এমন একটি গোপন খবর আসে।

খবর পাওয়ার পর শনিবার দুপুরে জেলা চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিট এবং চাইল্ড লাইনের কর্মীরা বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশের সহযোগিতায় মনির হোসেনের বাড়িতে হানা দেয়। তবে পুলিশের আগমনের সময় মনির হোসেন এবং নাবালিকা মেয়েটি ঘর থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, মনির হোসেনের বাবা সোহেল মিয়া চাইল্ড লাইনের কর্মীদের স্বীকার করেছেন যে, শুক্রবার গভীর রাতে তার ছেলে মনির হোসেন একটি নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন করেছে। এরপর জেলা চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিট ও চাইল্ড লাইন কর্মকর্তারা মনির হোসেন এবং নাবালিকা মেয়েটির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করেন এবং আগামী সোমবার উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সহিত চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির অফিসে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন।

সিপাহীজলা জেলায় দিন দিন বাল্যবিবাহের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হলেও কমবয়সী নাবালিকা মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধে কার্যকর ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শুধুমাত্র কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব নয়। বাল্যবিবাহ আইন, ২০০৬ অনুযায়ী যারা এ ধরনের অপরাধে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত মামলা দায়ের ও আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করলে বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে ভয়ের সৃষ্টি হতে পারে এবং এর মাধ্যমে এই জেলায় বাল্যবিবাহের হার কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে।

এফএফসি ফান্ডের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়ে উন্নয়নে প্রথম বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েত, সংবর্ধিত প্রধান প্রদীপ নাথ

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : পঞ্চায়েতের এফএফসি ফান্ডের টাইট ও আনটাইডউভয় তহবিলের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করল বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েত। এই সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ গত ১১ ডিসেম্বর পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ নাথকে মেমেন্টো ও শংসাপত্র প্রদান করে সংবর্ধনা জানানো হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা ব্লক আধিকারিক সঞ্জীব নাথ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ সহ ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও জনপ্রতিনিধিরা।

জানা গেছে, চলতি ২০২৫—২৬ অর্থবছরে এফএফসি ফান্ডের অর্থ ব্যয় করে বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পানীয় জলের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে জলের রিজার্ভার ট্যাঙ্ক নির্মাণ, পানীয় জলের উৎস হিসেবে রিং ওয়েল স্থাপন, ঢালাই রাস্তা নির্মাণ, শিশুদের কথা মাথায় রেখে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলির পুনর্নির্মাণ এবং নতুন শৌচাগার নির্মাণ।

এছাড়াও পঞ্চায়েত ভবনের সংস্কার, পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ এবং বিভিন্ন পাড়ায় ইট সলিংয়ের মাধ্যমে নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ করা হয়েছে।

নবনিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ নাথ, উপপ্রধান মনিকা ভট্টাচার্য ও পঞ্চায়েতের সকল সদস্য মিলিতভাবে এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন বলে জানা যায়। পঞ্চায়েত নেতৃত্ব জানান, আগামী দিনেও মানুষের স্বার্থে ও এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তারা মানুষের পাশে থাকতে বদ্ধপরিকর।

গন্ডাছড়া মহকুমা বাজার সংলগ্ন রামঠাকুর সেবাশ্রমে দুঃসাহসিক চুরি, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : পুলিশ, টিএসআর ও সিআরপিএফ জওয়ানদের কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকা গন্ডাছড়া মহকুমা বাজার সংলগ্ন জগন্নাথবাড়ি এলাকার শ্রীশ্রীরামচন্দ্র দেবের সেবাশ্রমেও নিরাপত্তাহীনতার ছবি সামনে এল। অভিযোগ, গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান একের পর এক চুরির ঘটনার শিকার হলেও চোরের দলকে আটকাতে ব্যর্থ পুলিশ প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে কোনও এক সময়ে চোরের দল হানা দেয় মহকুমা বাজার সংলগ্ন রামঠাকুর সেবাশ্রমে। লোহার আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মূল মন্দিরের দরজার তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে চোরেরা। মন্দিরের ভিতরে রাখা প্রণামীর বাক্সটি ভেঙে বা তুলে নিয়ে যায় তারা। শনিবার ভোরে পূজা দিতে এসে মন্দিরের পূজারী প্রথমে লক্ষ্য করেন মূল মন্দিরের দরজা ভাঙা। এরপরই তিনি মন্দির কর্তৃপক্ষকে ফোনে ঘটনার কথা জানান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মন্দিরের কর্মকর্তা প্রমীল দেব, নৃপেন্দ্র রায় সহ অন্যান্য ভক্তরা। পরে গন্ডাছড়া মহকুমা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

মন্দির কর্তৃপক্ষ প্রমীল দেব জানান, প্রতি তিন মাস অন্তর প্রণামীর বাক্স খোলা হয়। তাঁর দাবি, চুরি হওয়া প্রণামীর বাক্সে আনুমানিক ১৫ হাজার টাকা ছিল।

তবে চোরেরা প্রণামীর বাক্সটি নিয়ে গেলেও মহাপ্রভু শ্রীশ্রীঠাকুরের চূড়ায় থাকা সোনার চূড়াটি অক্ষত রয়েছে।

এই ঘটনার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া উপস্থিতির মধ্যেও কীভাবে চোরেরা নির্বিঘ্নে মন্দিরে ঢুকে চুরি চালাল, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ভক্তরা। রামঠাকুর সেবাশ্রমে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা দুর্গাপুর গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুত চোরদের গ্রেপ্তার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তা জোরদারের দাবি উঠেছে সর্বত্র।

ইমার্জেন্সি ব্লাড সার্ভিসের রাজ্যভিত্তিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ সকালে নজরুল কলাক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি ব্লাড সার্ভিস এবং রে অব লাইফ এর রাজ্যভিত্তিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে আলোচনায় রাজ্যপাল সাধারণ মানুষকে রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রক্তদানকে সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য হিসেবে আমাদের সকলের দেখা উচিত। যেকোন দুর্ঘটনায় কিংবা জরুরী প্রয়োজনে মুমুর্ষ রোগীর রক্তের প্রয়োজনীয়তা রক্তদাতাদের রক্তের মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব। তাই সকলকে স্বেচ্ছা রক্তদানে আরও বেশি করে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল জীবন জ্যোতি নামে একটি স্মরণিকার আবরণও উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের এম ডি সাজু বাহিদ এ, জিএ (পি এন্ড এস) দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইমার্জেন্সি ব্লাড সার্ভিস এবং রে অব লাইফ, ত্রিপুরা শাখার সচিব তাপস সাহা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas